ঝাড়খণ্ড
সব্যসাচী
দেব সাহিত্য
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১লা আষাঢ়—১৩৫,

দাম—এক টাকা

প্রিণ্টার—এস্. সি. মজুমদা
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকা

সূচীপত্র

এক	কায়াহীন ছায়া	১
দুই	আক্কেল-সেলামী	১১
তিন	সনতের ভবিষ্যৎ বাণী	২৬
চার	দিলীপ সিংএর কেরামতী	৩১
পাঁচ	জুয়েলার অমর সেন	৩৭
ছয়	সেক্রেটারী রণজিতপ্রসাদ	৪৫
সাত	সনতের সন্ধানী সন্দেহ	৫০
আট	রহস্যের নূতন পরিণতি	৫৭
নয়	সনতের নৈশ অভিযান	৬৭
দশ	সনতের বিপদ	৭১
এগারো	দিলীপ সিং কে?	৮০
বারো	কুমার রামনারায়ণ	৮৫
তেরো	মহাযাত্রা	৯২
চৌদ্দ	শত্রু-হস্তে বন্দী	৯৬
পনেরো	আঁধারে পূর্ণিমা	১০৩
ষোল	রহস্যের সমাধান	১০৮

পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করার সঙ্গে
গর্জ্জন করে উঠলেন, "তবে রে শয়তান!"

সমর স্মৃতি পাঠাগার
স্থাপিত ১৯৫১

ব্লাড হাউণ্ড

এক

কায়াহীন ছায়া

গভীর অন্ধকারময় রাত্রি। একটু আগেই পাশের ঘরে ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দুটো বেজে গেছে। দিলীপ সিং গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন, হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চুপ করে শুয়েই ভাবতে লাগ্‌লেন, এমন হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল কেন?

দিলীপ সিং আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। এম্‌নি সময়ে আবার সেই অস্ফুট শব্দ! এবার তিনি বিছানার ওপর উঠে বস্‌লেন আর শব্দ লক্ষ্য করে তাকাতেই তাঁর চোখ পড়ল ঘরের কোণে তাঁর নতুন-কেনা আলমারীটার দিকে।

কি আশ্চর্য্য! দিলীপ সিং যেন তাঁর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না! মনে হ'ল, তিনি বুঝি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখ্‌ছেন!

আলমারীটা একটু নড়ে উঠ্‌ল না? তিনি দেখ্‌লেন, আলমারীর এক পাশের একখানি কাঠ যেন চিরে দু'খানা হয়ে

গেল, আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা জমাট্ কালো ছায়া!

এই অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তিনি তা হঠাৎ স্থির করে উঠতে পারলেন না। চীৎকার করে সবাইকে জাগাবেন, না নিজেই দেখবেন, কে এই অজ্ঞাত নিশাচর আগন্তুক?

দিলীপ সিং কাপুরুষ ছিলেন না, কিন্তু একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাঁর গাটা ছম্-ছম্ করতে লাগল। তিনি বিস্ফারিত চোখে অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালেন।

এমন সময়ে তাঁর বোধ হ'ল, কেউ যেন তাঁর বিছানার খুব কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে!

দিলীপ সিং তাঁর কর্ত্তব্য স্থির করবার আগেই কেউ মৃদু অথচ অতি স্পষ্ট স্বরে বলল, "এই গভীর রাত্রে আপনার সুনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত দিলীপ সিংজী! কিন্তু আপনাকে আমি বেশীক্ষণ এই জাগ্রত অবস্থায় আটকে রাখব না। আমি যেজন্যে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি, তা শেষ হ'লেই আমি প্রস্থান করব এবং আপনিও আবার নিরুদ্বেগে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে পারবেন।"

দিলীপ সিং ভীত-জড়িত কণ্ঠে বললেন, "কে তুমি? কি চাও? তুমি এই ঘরে প্রবেশ করলেই বা কি করে?"

এই কথার উত্তরে সামনের সেই জমাট্ অন্ধকার থেকে এক টুকরো মৃদুহাসি ভেসে এলো। তারপর সেই অদৃশ্য আগন্তুক বললে, "এতগুলো প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে আমার পক্ষে

দেওয়া একটু কষ্টকর দিলীপ সিং! তবে এটুকু বলতে পারি যে, আমার বিশেষ প্রয়োজনেই আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আমি কে এবং আমার উদ্দেশ্য কি হয়ত বা এতক্ষণে আপনি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই!"

দিলীপ সিং নিরুপায় আক্রোশের স্বরে বললেন, "তুমি যেই হও, তোমার কাজ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তুমি কিরূপ বিশিষ্ট ভদ্রলোক! কিন্তু তোমার মতলবটা কি শুনি? একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের ঘরে রাত্রে হানা দেবার অপরাধে আমি তোমায় পুলিশে দিতে পারি, জান?"

আগন্তুক হেসে বলল, "তাই নাকি? আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই সংবাদ আমার জানা ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমাকে পুলিশে দেবার সৌভাগ্য আপনার বোধহয় কোনো দিনই হবে না। আমার পরিচয় পেলে আপনার এই আস্ফালন হয়ত নাও থাকতে পারে। কিন্তু তার আগেই আপনার হিতার্থে একটা কথা বলে রাখা দরকার। আপনার মঙ্গলের জন্যেই আমি অনুরোধ করছি যে, আপনি চীৎকার করবার চেষ্টা করবেন না। তাতে আমার কিছু ক্ষতি না হ'লেও আপনার যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা আছে।

আমি আপনার মত বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সাথে খালি হাতে দেখা করতে আসিনি, এটা আপনার মত বিচক্ষণ ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বাহুল্য বলেই মনে করি। তাহ'লেও বলে রাখছি যে, আমার হাতে রয়েছে একটা ক্ষুদ্র কোল্টের

সাইলেন্সার-যুক্ত শক্তিশালী রিভলভার। এর শক্তি এবং কার্য্যকারিতা হয়ত বা আপনার জানা থাকতেও পারে! না জানা থাকলেও শুধু এইটুকু পরিচয় দিলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে যে, দেখতে এটা ক্ষুদ্র হ'লেও এর কৃপায় আপনি সকলের অজ্ঞাতসারে মুহূর্ত্ত-মধ্যে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করতে পারেন। এই রিভলভারের বিন্দুমাত্র শব্দও কারো কর্ণগোচর হবে না।"

আতঙ্কিত স্বরে দিলীপ সিং বললেন, "কে তুমি শয়তান? গভীর রাতে আমাকে এই ভাবে ভয় দেখানোর কারণই বা কি?"

আগন্তুক দৃঢ় অথচ মৃদুস্বরে বলল, "ধীরে, সিংজী ধীরে! আমার পরিচয়টা আপনাকে এখনও দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার পরিচয় পেলে আপনি কিছুমাত্র খুশী হবেন না, আপনার মস্তিষ্কও সম্ভবতঃ সুস্থ থাকবে না। আমার পরিচয় দিতে অবশ্য আপত্তির কোন কারণই নেই। আমার প্রকৃত পরিচয় যাই হোক না কেন, আমি সাধারণের কাছে 'দস্যু রঘুনাথ' নামেই পরিচিত।"

দিলীপ সিং আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন, "দস্যু রঘুনাথ!"

আগন্তুক মৃদুস্বরে বলল, "হাঁ! এই অধমের পরিচয় তাই বটে। কিন্তু আমার পরিচয়ে এত ভীত হওয়া আপনার মত লোকের পক্ষে শোভা পায় না সিংজী! আশা করি আপনি যথাসময়েই আমার পত্র পেয়েছিলেন, এবং আমার কথামত আমি সশরীরে হাজির হয়েছি, তা-ও দেখতেই পাচ্ছেন!"

স্পষ্ট বোঝা গেল, সেই অন্ধকার ঘরের ভেতরও দিলীপ সিংয়ের মুখখানা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে! যাহোক্, তিনি বহুকষ্টে নিজের নিদারুণ ভীতি চেপে রেখে, যথাসাধ্য সহজ ভাবেই বললেন, "দস্যু রঘুনাথ? না, তা তুমি কিছুতেই নও। কারণ, দস্যু রঘুনাথ তার কথা রাখতে পারেনি, এমন ঘটনা কখনো শোনা যায়নি। কিন্তু এক্ষেত্রে তাইই হয়েছে দেখতে পাচ্ছি! রঘুনাথ আমায় চিঠি লিখে জানিয়েছিল, সে রাত এগারোটায় আমার সঙ্গে দেখা করবে, কিন্তু রাত এখন দুটোরও ওপরে।"

মৃদু হেসে রঘুনাথ বললে, "হাঁ, দিলীপ সিংজী! আপনার এই অভিযোগ আজ আমাকে হেঁট মাথায় মেনে নিতে হবেই। ঠিক্ এগারোটায় আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভবপর হ'ল না!

কি করব বলুন? একপাল পুলিশ বাড়ীতে ঢুকিয়ে বাড়ী ভরপূর করে রেখেছেন। আর নিজে তাদের মাঝখানে বসে এতক্ষণ আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আমি যে তার অনেক আগে থেকেই এই নতুন আলমারীটার ভেতর বসে বসে গরমে হাঁপিয়ে উঠছিলাম সিংজী! আপনাদের এত সাবধানতার মাঝে আমি কেমন করেই বা উদয় হ'তে পারি, বলুন!"

দিলীপ সিং বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে একবার আলমারীটার দিকে, আর একবার দস্যু রঘুনাথের মুখের দিকে তাকাতে

লাগ্‌লেন। তিনি বুঝতেই পারলেন না যে, কেমন করে এতবড় একটা জোয়ান মানুষ ঐ আলমারীটার ভেতর লুকিয়ে ছিল, আর সে লুকিয়ে থাক্‌বার সুযোগই বা পেলো কখন!

রঘুনাথ তাঁর মনের কথা বুঝি ভালরূপেই বুঝতে পারলে! সে ঈষৎ হেসে বললে, "আমি যে কেমন করে এই আলমারীর ভেতর আড্ডা নিয়েছিলুম, তাই ভেবে আপনি হয়তো খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছেন! তা হবারই কথা। কিন্তু সেজন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিতে বাধ্য। আমার প্রেরিত লোকের কাছ থেকে আপনি যে এত সহজে আলমারীটা কিনতে রাজী হবেন, তা আমি একেবারেই ভাব্‌তে পারিনি।

"এতে আমার কিছু লোকসান হয়েছে বটে, কিন্তু সেটুকু ক্ষতি-স্বীকার না করলে এত সহজে কাজটা হয়ে উঠত না। তিন শ' টাকায় আলমারীটা তৈরী করিয়ে, আপনার কাছে পঞ্চাশ টাকায় বেচতে হয়েছে সিংজী, সে কেবল আমার নিজের একটু আশ্রয়ের জন্য।

আপনি আমার প্রেরিত দুঃস্থ ভদ্রলোকটির করুণ কাহিনী শুনে, দয়ায় বিগলিত হয়ে এমন একটা দামী আলমারী বেশ সস্তায় কিনে ফেললেন; কিন্তু তখন যদি বুঝতে পারতেন সিংজী যে সেই আলমারীর মাঝেই এক গুপ্তস্থানে আমি দিব্যি সশস্ত্র ভাবেই বসে আছি, তাহলে কি করতেন বলুন ত?

সে যা হোক্, এখন বাজে কথার আলোচনা বন্ধ রেখে

এবার আমাদের সেই বৈষয়িক আলোচনায় আসা যাক। কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, আমার কাছে কিছু গোপন করবার চেষ্টা করলে আপনি ব্যর্থ হবেন। এবার শুনুন।—আপনার কাছে যে জহরত-পূর্ণ এটাচি-কেশটা আছে, সেটা আমি চাই—এবং তা অবিলম্বে।”

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে দিলীপ সিং বললেন, “কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি বলতে চাও যে জহরত-পূর্ণ এটাচি-কেশটা আমি জীবিত অবস্থায় তোমার হাতে তুলে দেব?”

কঠিন কণ্ঠে রঘুনাথ বলল, “এই সামান্য ক্ষতিতেই সর্ব্বনাশ হ'ল বলে আঁৎকে উঠলে চলবে কেন? এর পর আরও বহু সর্ব্বনাশ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে শয়তান! জীবনে বহু লোকের বহু প্রকারে তুমি সর্ব্বনাশ সাধন করেছ। তুমি কি মনে কর যে তোমার শয়তানীর কোন্ সংবাদই আমি রাখি না? আইনের চোখে, পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে তোমার মত একটা নর-পিশাচ পরিত্রাণ পেলেও আমি তোমায় পরিত্রাণ পেতে দেব না দিলীপ সিং! সময় হ'লে আমার দণ্ড তোমার মাথায় বজ্রের মত নেমে আসবে—হাজার চেষ্টা করেও তুমি রক্ষা পাবে না। সেই দিনের জন্যে তৈরী থেকো এবং জীবিত অবস্থায় যদি জহরতগুলো আমার হাতে তুলে দিতে তোমার কোনও আপত্তি থাকে, তবে সেটুকু অসুবিধা দূর করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। মৃত দিলীপ সিংয়ের কাছ থেকেই দস্যু রঘুনাথ ঐ জহরতগুলো নিয়ে যাবে।”

দিলীপ সিং বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, "তুমি···তুমি তাহ'লে আমায় হত্যা করতে চাও ?"

রঘুনাথ ক্রূর হাসি হেসে বলল, "প্রয়োজন হ'লে তোমাকে হত্যা করতে আমি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করব না। তুমি যদি তোমার প্রাণের চেয়েও ঐ পাথরের টুকরোগুলোকে বেশী মূল্যবান বলে মনে কর, তাহ'লে আমি নিরুপায়। তাছাড়া ঐ জহরতগুলো এখন তোমার অধিকারে থাকলেও, ওগুলো যে প্রকৃত পক্ষে তোমার সম্পত্তি নয়, তা তুমি খুব ভালভাবেই জান। সুতরাং তোমার যতটুকু অধিকার ঐ জহরতগুলোর ওপর, আমারও ঠিক ততটুকুই অধিকার আমি দাবী করতে পারি,—এবং সেই দাবীতেই আমি ওগুলো নিতে এসেছি।"

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে দিলীপ সিং বলল, "দয়া কর রঘুনাথ! ওগুলো গেলে আমি বাঁচব না। ভগবানের দোহাই।"

ঘৃণাপূর্ণ কঠিন কণ্ঠে রঘুনাথ বলল, "তোমার এই ভগবৎ-প্রীতি এতদিন কোথায় ছিল দিলীপ সিং? বন্ধুর ছদ্মবেশে কতজনের সর্ব্বনাশ যে তুমি করেছ দিলীপ সিং, সে খবর আর কেউ না জানলেও, আমার তা অজ্ঞাত নয়। বহু লোকের সর্ব্বনাশ করে তুমি আজ সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছ বটে—কিন্তু প্রয়োজন হ'লে তোমার মুখোশ আমি খুলে ফেলব। লোকে তোমার প্রকৃত রূপ দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠবে—তোমার কাছে আসতেও দারুণ ঘৃণায় তাদের নাসিকা কুঞ্চিত হবে। তোমার অসদুপায়ে অর্জ্জিত জহরতগুলো গ্রহণ করলে

তোমার সেই পূর্ব্বকৃত পাপের যৎ-কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হবে, ক্ষতি হবে না কিছুমাত্র।”

কথা বলতে বলতে দস্যু রঘুনাথ দিলীপ সিংয়ের বিছানার খুব কাছে এসে দাঁড়াল; দিলীপ সিং পাংশুমুখে তার দিকে তাকাল। সে দেখতে পেলো, অন্ধকারে ছয় ফুট লম্বা একটা শক্তিশালী আবছা দেহ তার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা কালো রংয়ের রেশমী মুখোশে তার মুখ ঢাকা বলে তাকে চেনবার উপায় নেই। মুখোশের ছোট দুটো ফুটোর ভেতরে দুটো চোখ হিংস্র বাঘের মত জ্বলছে।

দিলীপ সিং নিজের বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন, “তুমি তাহ'লে ঐ জহরতগুলো না নিয়ে এখান থেকে যাবে না, কেমন? কিন্তু এখান থেকে পালাবে কি কৌশলে রঘুনাথ? জাগ্রত সশস্ত্র প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে তুমি এই বাড়ী থেকে বেরোবে কি করে ভেবে দেখেছ? আর ধরা পড়লে তোমার অবস্থা যে কেমন সঙ্গিন হবে, সে খেয়াল তোমার আছে?”

রঘুনাথ বিদ্রূপের স্বরে বলল, “আমার জন্যে তোমার ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই! আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তুমি এখানে একজন ডিটেকটিভ-ইন্‌স্পেক্টরকে আমন্ত্রণ করে রেখেছ! কিন্তু তুমি বোধহয় ভুলে গিয়েছিলে যে, দস্যু রঘুনাথ যা বলে, কার্য্যক্ষেত্রে করেও তাই-ই। কারো ক্ষমতা নেই তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করে। কিন্তু বৃথা আমার সময় নষ্ট করো না।

জহরতগুলো তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আটকে রাখতে পারবে না।”

রঘুনাথের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দিলীপ সিং হঠাৎ চক্ষের নিমেষে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু আক্রমণ করে রঘুনাথের দেহ স্পর্শ করবার আগেই একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে দিলীপ সিং কিছুমাত্র শব্দ না করে জ্ঞান হারিয়ে মেজেতে লুটিয়ে পড়লেন।

রঘুনাথ, দিলীপ সিংয়ের ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, “বিশ্বাসঘাতক শয়তান! তুমি ভেবেছিলে আমার চক্ষুকে ফাঁকি দেবে! কিন্তু তোমাকে আর কেউ চিনতে পারুক বা না পারুক, আমি খুব ভাল ভাবেই চিনবার সুযোগ পেয়েছি। বৃথা এই ছ'মাস, তোমার পিছু-পিছু ঘুরিনি আমি, নরাধম দিলীপ সিং!”

দুই

আক্কেল-সেলামী

ভোর বেলা ঘুম ভাঙতেই বাড়ীতে একটা আতঙ্কের আভাষ পেয়ে সনৎ বিছানার ওপর উঠে বসল। সে এখানে নিমন্ত্রিত অতিথি। দিলীপ সিংয়ের সাথে দস্যু রঘুনাথ রাত এগারোটায় দেখা করতে আস্‌বে, রঘুনাথেরই লেখা একখানি চিঠিতে দিলীপ সিং তা জানতে পেরে, সতর্কতা অবলম্বনের কিছুমাত্র ক্রুটী করেননি। তারই ফলে ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর চণ্ডীবাবু কয়েকজন পুলিশ-কর্ম্মচারীসহ দিলীপ সিংয়ের বাড়ীতে আড্ডা নিয়েছিলেন; আর তাঁরই অনুরোধে, প্রাইভেট্‌ ডিটেক্‌টিভ সনৎ রায়ও দিলীপ সিংএর বাড়ীতে সেদিন হাজির ছিলেন।

সনৎ রায় প্রাইভেট্‌ ডিটেক্‌টিভ হ'লেও, পুলিশের বড়-বড় কর্ম্মচারীরাও তাঁকে খুব বেশী শ্রদ্ধা করত। এমন কি, অনেক জটিল ব্যাপারেও পুলিশকে বহুবারই তার সাহায্য নিতে হয়েছে।

সারা রাত সে জেগেই ছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই ত সে জানতে পারেনি! অবশেষে নিশ্চিন্ত মনে ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়ে। তার উঠতে কিছু দেরী হয়েছে বটে, কিন্তু দেরী হ'লেই বা ক্ষতি কি? রাত্তিরে অনর্থ কোন কিছু হয়েছে বলে ত সে

জানতে পারে নি! পুলিশের বড় কর্ত্তা চণ্ডীবাবুও কি তার কাছে কোন বিষয় চেপে যাবেন? না, তা কখনো সম্ভব নয়। তাহ'লে বাড়ীতে এমন একটা থম্‌থমে ভাব কেন?

সনৎ জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতেই দেখতে পেলো, বাড়ীর এখানে-সেখানে সতর্ক প্রহরীর দল যেন একটা-কিছু শিকারের গন্ধ পেয়ে পাইচারী করে বেড়াচ্ছে! ছদ্মবেশী পুলিশের দল, এখন তাদের সাজ-পোষাকে নিজেদের স্বরূপ নিয়ে উদয় হয়েছে!

কিন্তু কাকে সে জিজ্ঞেস করবে? সাধারণ কন্‌ষ্টেবল বা পুলিশের কাছে,ত সে উপযাচক হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না; তাদের কাছে সে তার নিজের পরিচয়ই বা দেবে কেন? সুতরাং কার কাছে কি সন্ধান নেবে, সনৎ তা বুঝে উঠতে পারল না। রাত্রে সকলের ঘুমন্ত অবস্থাতেই বাড়ীতে একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেই তার ধারণা হ'ল।

যাহোক, তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। একজন ভৃত্যকে সেই ঘরে সে প্রবেশ করতে দেখতে পেলো। চোখ দুটো তার আতঙ্কে বিস্ফারিত—ভয়ে এবং উত্তেজনায় তার মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

সনৎ তার দিকে তাকিয়ে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে? তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? বাড়ীতে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে?"

সনতের দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ব্যাকুল স্বরে বলল,

"ভয়ানক ব্যাপার! কাল গভীর রাত্রে বাঁড়ীতে ডাকাত পড়েছিল।"

সনৎ বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল, "ডাকাত পড়েছিল? কে বললে তোমায়?"

ভৃত্য তার উক্তিকে সমর্থন করে বলল, "হ্যাঁ, কাল গভীর রাত্রে সত্যই বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে গেছে। শুনেছি, সে নাকি বাবুর সর্ব্বনাশ করে গেছে!"

সনৎ জিজ্ঞাসা করল, "সর্ব্বনাশ করে গেছে! কি হয়েছে, শীগ্‌গির বল। ডাকাত তোমার বাবুর কি সর্ব্বনাশ করে গেছে?"

ভৃত্য বিনীতভাবে বলল, "আজ্ঞে, তা আমি ঠিক জানি না। তবে সর্ব্বনাশ হয়েছে একথা ঠিক। কারণ, বাবুকেও এই কথাই বলতে শুনেছি।"

সনৎ বিছানা থেকে নেমে বলল, "একথা বলতে শুনেছিলে! কোথায় তোমার বাবু?"

ভৃত্য উত্তর দিল, "তিনি ওপরের ঘরে আছেন। ওখানে আরও কয়েকজন বাবু আছেন।"

সনৎ তার জামা-কাপড় বদলে দ্রুতপদে ওপরে এসে হাজির হ'ল। দিলীপ সিংয়ের ঘরে ঢুকতেই সে দেখতে পেল, তিনি একটা ইজি চেয়ারে বসে খুব উত্তেজিত স্বরে ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর চণ্ডীবাবুর সাথে কথা বলছেন। আতঙ্কে, রাগে ও দুঃখে তাঁর মুখ অতি ভীষণ ভাব ধারণ করেছে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখে-মুখে একটা ক্লান্ত ভাব।

সনৎ সেই ঘরে ঢুকতেই শুনতে পেলো, তিনি হুঙ্কার দিয়ে ইন্‌স্পেক্টর চণ্ডীবাবুকে বলছেন, "এতদূর সাহস আর আস্পর্দ্ধা! আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে, আমার চোখের সামনেই আমার সর্ব্বনাশ করে সে দিব্যি নির্ব্বিঘ্নে অদৃশ্য হয়ে গেল! কিন্তু দিলীপ সিং কি বস্তু, তা সে শীঘ্রই টের পাবে। তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে আমি জলের মত অর্থব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হব না। হতভাগাকে ফাঁসিতে লটকাব, তারপর আমি অন্য কাজে হাত দেব।"

দিলীপ সিংয়ের পাশে উপবিষ্ট একজন নিমন্ত্রিত অতিথি বললেন, "তোমার আস্ফালন দেখে এত দুঃখেও আমার হাসি পাচ্ছে দিলীপ সিং! কাল যিনি গভীর রাত্রে তোমার আতিথ্য গ্রহণ করে তোমাকে সম্মানিত করেছিলেন, সেই মহাপ্রভুর শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান থাকলেও তুমি বোধহয় এতটা লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিতে সাহস করতে না। তোমার সৌভাগ্য যে, দস্যু রঘুনাথ তোমার সামান্য কিছু সম্পত্তি পকেটস্থ করেই প্রস্থান করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাকে ঘাঁটাতে গেলে তোমার আরও কিছু দুর্ভোগ হবে। সুতরাং এখন নিজের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়ে তার এই অপূর্ব্ব ক্রিয়ার আলোচনা করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। পুলিশের ওপর নির্ভর করলে, তুমি যে বিন্দুমাত্রও লাভবান হবে না, তা আমি আগে থাকতেই বলে দিতে পারি। পুলিশ খুব ভাল রকমেই জানে দস্যু রঘুনাথ

কি চীজ্! এবং তোমাকে বলতে বাধা নেই যে, তার পাল্লায় পড়ে পুলিশকে বহুবার আকণ্ঠ ঘোল পানও করতে হয়েছে।"

বক্তা কথা বলতে বলতে আড়চোখে একবার ইন্‌স্পেক্টর চণ্ডীবাবুর দিকে তাকালেন।

বক্তা একজন টাকার কুমীর—তিনি জুয়েলার অমর সেন। দিলীপ সিংয়ের নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে সম্ভবতঃ তিনিও একজন।

দিলীপ সিং হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "কিন্তু তুমি দেখে নিও, আমি এই দস্যুকে চূর্ণ করবই। হ্যাঁ, তাকে ধ্বংস করাই আমার এখন প্রধান কাজ হবে। আমি তাকে দিয়ে জেলে পাথর ভাঙ্গাব, তবে আমি শান্তি পাব। সে মায়াবী হ'লেও দিলীপ সিংয়ের কবল থেকে এবার আর তার পরিত্রাণ নেই।"

মিঃ সেন বললেন, "দেখা যাক এই যুদ্ধে কে জয়ী হয়! তবে ভয় হচ্ছে, কার্য্যক্ষেত্রে নেমে তোমার এই আস্ফালন বুঝি বা অদৃশ্য হয়! তবে তোমাদের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফল কি হয়, তা জানবার জন্যে আমি খুব বেশী উৎসুক নই। কারণ ফলাফল আমি এখন থেকেই দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।"

সনৎ এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে এই কথাবার্ত্তা শুনছিল। সে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে দিলীপ সিংজী?"

দিলীপ সিং নিস্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করতে করতে একে একে গতরাত্রির সমস্ত কথাই খুলে বলল, রঘুনাথের সাথে

কথাবার্ত্তার কিছুটা অংশ তিনি অন্য সকলের মত সনতের কাছেও গোপন করে গেলেন।

সব কথা মন দিয়ে শুনে সনৎ একটু বিস্মিত হয়ে বলল, "কি আশ্চর্য্য! আমাদের এত সাবধানতা সত্ত্বেও কাল রাত্রে রঘুনাথ আপনার ঘর থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরত নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে! অদ্ভুত ব্যাপার স্বীকার করতেই হবে।"

তারপর কিছু চিন্তা করে সে উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা সিংজী! এর আগে রঘুনাথের সাথে আর কখনও আপনার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল? তাকে আপনি চিনতেন?"

সনতের এই প্রশ্নে দিলীপ সিংয়ের চোখ দুটো একবার মাত্র জ্বলে উঠল; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বিস্মিত ভাবে বললেন, "ঐ দস্যুটার সাথে পরিচয় থাকবে আমার? —না। ঐ হতভাগা খুনী ডাকাতটাকে চেনা ত দূরের কথা, তাকে চাক্ষুষ দর্শন করবার সুযোগও আমি এর আগে কখনও পাইনি। কালও তার মুখ আমি দেখতে পাইনি। তার মুখ একটা কালো রংয়ের রেশমী মুখোশে ঢাকা ছিল বলে—তার মুখ দেখবারও কোন উপায় ছিল না। কাজেই এখনো আমি হলফ করে বলতে পারি যে, দস্যু রঘুনাথ আমার চিরদিনই অপরিচিত।"

সনৎ একবার আড়চোখে চণ্ডীবাবুর মুখের দিকে তাকাল। তাঁকে গম্ভীরভাবে গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখে সনৎ মৃদু হেসে

জিজ্ঞাসা করল, "খোদ ডিটেকটিভ-ইন্‌স্পেক্টর চণ্ডীবাবুই ত এখানে সশরীরে হাজির আছেন। এই সম্বন্ধে তাঁর মতটা একবার জানতে পারি কি ?"

চণ্ডীবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন, "জানবে আমার মাথা আর মুণ্ডু !

আরে হতভাগা রঘুনাথ! তুই কি আমাদের একটু শান্তিতেও দিন কাটাতে দিবিনে ? পুলিশকে একটু আরামে দিন কাটাতে দেখলেই কি তোর গাত্রদাহ উপস্থিত হয় ? আরে ডাকাতি করবি ত অন্য কোথাও গিয়ে কর্‌না বাপু! তা না, একেবারে আমার নাকের ওপরেই ? নাঃ, মান-সম্ভ্রম আর কিছুই রইল না। সনৎ! হতভাগার জ্বালায় চাকুরী নিয়ে টানাটানি উপস্থিত হবে দেখছি !"

সনৎ, চণ্ডাবাবুর কথা শুনে অতি কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে বলল, "কিন্তু যাই বলুন না কেন, সামান্য একটা দস্যুকে ভয় পাওয়া আপনার মত জাঁদরেল পুলিশ-অফিসারের পক্ষে অশোভন নয় কি চণ্ডীবাবু ?

বিশেষতঃ সে ত আপনাদের খবর দিয়েই এসেছে! তাকে অভ্যর্থনা করবার মত আয়োজনও ছিল যথেষ্ট। আর দিলীপ সিংজী ত তাকে সসম্মানে রথে চড়িয়ে, নিজের শোবার ঘরেই এনে রেখে দিয়েছিলেন !"

সনতের শেষ কথাটিতে ঘরে একটু হাসির কলগুঞ্জন পড়ে গেল। জুয়েলার অমর সেন বললেন, "হাঁ, এ একটা কথার

২

মত কথা বলেছেন মিঃ রায়! দিলীপ সিং তাকে যে ভাবে নিজের ঘরে এনে স্থান দিয়েছিল, তা ভাব্লে, এর জন্য দোষ দিতে হ'লে একমাত্র দিলীপ সিংকেই দোষ দিতে হয়।"

সনৎ বললে, "হাঁ, সেই কথাটাই আমি বারবার করে ভাব্ছি। ডাকাত রঘুনাথ এখানে এসে উদয় হবে, এ খবর সে বেশ জোরালো ভাবেই আগে জানিয়ে দিলে। তার ফলে এখানে যে অনেক পুলিশ-মহাপ্রভুর আগমন হবে, তাও সে ধারণা করেই রেখেছিল। পাছে পুলিশ তার প্রবেশ-পথে বাধা দেয়, এই আশঙ্কায় সে নিজেই আলমারীর ভিতর বাক্সবন্দী হয়ে ঘরে ঢুকবার এক অপরূপ ফন্দী বার করলে। সৌষ্ঠবে ও দামের দিক্ দিয়ে আলমারীটি যাতে দিলীপ সিংজীকে আকৃষ্ট করতে পারে, রঘুনাথ সে কথাটাও বেশ ভাল করেই ভেবেছিল। তিন-চার শ' টাকার একটা সুন্দর আলমারী সে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় সিংজীকে গছিয়ে দিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে সে নিজেও তাঁর শোবার ঘরে স্থান করে নিল!

কাজেই একটু চিন্তা করলে, বেশ ভাল ভাবেই বোঝা যাবে, দস্যু রঘুনাথ বেশ মাথা খাটিয়েই মৎলবটা বার করেছিল। এ যেন মিঠাইয়ের ঝুড়িতে বন্দী হয়ে শিবাজীর পলায়ন! কিন্তু এত সব কাণ্ড যে হ'ল, তা কিসের জন্য হ'ল বলুন তো?

দস্যু রঘুনাথ কেমন করে জানলে যে, দিলীপ সিংজী কতকগুলো মূল্যবান্ হীরা-জহরত ব্যাঙ্কে না রেখে,

একটা এটাচি-কেশে পূরে, নিজেই আগলে বসে আছেন? ডাকাত আসবে, এমন একটা খবর পেয়েও, হীরা-জহরতগুলো তিনি অন্য কোন নিরাপদ স্থানে রাখবার চেষ্টা করবেন না, এমন ধারণাই বা রঘুনাথের হ'ল কেমন করে?

এতটা সুশৃঙ্খল কর্ম্মপন্থা দেখেই আমি দিলীপ সিংজীকে জিজ্ঞেস করেছিলুম যে, রঘুনাথের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা-মূলক কোন ব্যাপার, এর আগে কখনো হয়েছিল কি না! বিশেষ কোন শত্রুতা না থাকলে এবং দিলীপ সিংজীর স্বভাব-চরিত্র ভাল-রকম জানা না থাকলে, অনিশ্চিত হীরা-জহরত লাভের আশায় কেউ কি কখনো নিজের গাঁট থেকে তিন-চার শ' টাকা খরচ করে? না, এমন একটা ঝুঁকি কাঁধে তুলে নেয়?

আর একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু সেজন্য আমি আগে থেকেই দিলীপ সিংজীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

কথাটা হচ্ছে কি জানেন? আমার বোধ হয়, রঘুনাথের দর্শন পেয়ে সিংজী খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন! তা নইলে, লোকটা এত বড় একটা কাণ্ড করে গেল, কিন্তু সিংজী তাকে বাধা দেওয়া ত দূরের কথা, একটু টুঁ শব্দও করতে পারলেন না! এমন কি, ডাকাতটা চলে যাওয়ার পরেও তিনি একেবারে নির্ব্বাক্ বসে রইলেন!"

দিলীপ সিং এবার একটু উষ্ণ হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, "তার হাতে যে একটা রিভলভার ছিল, এ কথা ভুলে যাননি বোধ হয়?"

চণ্ডীবাবু মৃদু হেসে বললেন, "হ্যাঁ! এ কথা আপনি বহুবার বলেছেন বটে। কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। তবে রিভলভারের বদলে ফুলের মালা নিয়ে রঘুনাথ আপনার আতিথ্য গ্রহণ করলেই বোধ হয় আপনি খুশী হতেন বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু তা হ'লেও আপনি পরিত্রাণ পেতেন না সিংজী! রঘুনাথের হাতের ঐ ফুলের মালার ঘায়েই আপনাকে মূর্চ্ছা যেতে হ'ত।

তার হাতে রিভলভার ছিল বটে—কিন্তু সে তা আপনার ওপর ব্যবহার করে নি। এ যেন তার চরিত্রের এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য! তার কাজের সুবিধের জন্যে যতটুকু দরকার, তার বেশী ক্ষতি সে কিছুই করে নি তো! আপনার দ্বারা আক্রান্ত হয়েও সে আপনাকে গুলি করে হত্যা না করে, কেবল মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করেই আপনার আক্রমণের উত্তর দিয়েছিল। সে ইচ্ছে করলে অনায়াসেই তখন আপনাকে গুলি করে হত্যা করতে পারত্। তাতে তার কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না।"

ক্রুদ্ধস্বরে দিলীপ সিং বললেন, "আমি আজই পুলিশ-কমিশনারের সাথে দেখা করব। এই দুর্দ্দান্ত দস্যুটাকে যেমন করে হোক, গ্রেপ্তার করতে তাঁকে অনুরোধ করব।"

চণ্ডীবাবু নির্ব্বিকার ভাবে বললেন, "আপনার অভিরুচি হ'লে আপনি অনায়াসে পুলিশ-কমিশনারের সাথে দেখা করতে পারেন। দস্যু রঘুনাথের নাম তাঁরও অজ্ঞাত নয়।

কারণ, দস্যু রঘুনাথের নাম জানে না এমন লোক এখন আর ভারতবর্ষেই কেউ নেই।"

চণ্ডীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তাঁকে এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠতে দেখে দিলীপ সিং কাতরস্বরে বললেন, "আপনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং আপনি সব কিছুই জানেন। আমার অনুরোধ, আপনি দস্যুকে গ্রেপ্তার করে আমার অপহৃত জহরতগুলো উদ্ধার করে দিন।"

চণ্ডীবাবু বললেন, "আমার কর্ত্তব্য আমি যথাযথ পালন করব। তবে কাজের ফল সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনার দুর্ভাগ্য যে, রঘুনাথকে ফাঁদে ফেলা দূরের কথা, আপনি নিজেই তার ফাঁদে পড়ে, তাকে আপনার শোবার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন।"

দিলীপ সিং গম্ভীর ভাবে বললেন, "আমি এই দুর্দ্দান্ত দস্যুর গ্রেপ্তারের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করব।"

চণ্ডীবাবু কিছুমাত্র উৎসাহিত না হয়ে বললেন, "তাতে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। তবে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব, আমার এ কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। আপনার পুরস্কারের লোভে নয়—আমার কর্ত্তব্যের খাতিরেই দস্যুকে গ্রেপ্তার করে আপনার অপহৃত জহরতগুলো উদ্ধার করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।"

জুয়েলার মিঃ অমর সেন বললেন, "তুমি পাঁচ হাজারের জায়গায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেও

তোমার ক্ষতিগ্রস্ত হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই দিলীপ সিং! কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঐ পুরস্কারের টাকা তোমার লোহার সিন্ধুক থেকে বের করে কোনদিনই কাউকে দিতে হবে না। বুঝতে পেরেছ আমার কথা? দস্যুকে গ্রেপ্তার করে কেউ কোনদিন সেই পুরস্কারের টাকা তোমার কাছ থেকে দাবী করতে আসবে না, এটা একেবারে খাঁটি সত্য। আমার এই কথা তুমি লিখে রেখে দিতে পার দিলীপ সিং!

এতদিন এর কেবল নামই শুনে আসছিলাম; কিন্তু আজ তার সুশৃঙ্খল কর্ম্ম-পদ্ধতির পরিচয় পেয়ে আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, তুমি তো দূরের কথা, লণ্ডনের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ পর্য্যন্ত এর কোন কিনারা করতে পারবে না।

দস্যু রঘুনাথ আজ,—ও কি মিঃ রায়?"

কথার মাঝে সহসা এমন ভাবে সনৎ রায়কে সম্বোধন করায়, মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেরই দৃষ্টি পড়ল সনতের দিকে।

দেখা গেল, সনৎ ঘরের মেজে থেকে কি একটা জিনিষ কুড়িয়ে নিয়ে, অতি যত্নে নিজের পকেটে পূরে রাখলে।

দিলীপ সিং জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কি সনৎবাবু?"

সনৎ বলল,"জিনিষটা আপনার পক্ষে বিশেষ কোন দরকারী জিনিষ নয়, তবে আমার কাছে ওটা খুবই মূল্যবান্ জিনিষ। কিন্তু মাপ করবেন, আমি ওর কোন পরিচয় দিতে এখন অনিচ্ছুক।"

দিলীপ সিং বললেন, "এটা কি রকম কথা হ'ল সনৎবাবু?

আমারই বাড়ীতে এসে, আমারই ঘরের মেজে থেকে আপনি একটা জিনিষ তুলে নেবেন, অথচ আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারব না? এ যে একটা অদ্ভুত কথা বলছেন সনৎবাবু!”

সনৎ বলল, “হাঁ, কিছুটা হয়ত অদ্ভুতই মনে হবে সিংজী! কিন্তু মনে রাখবেন, আমি যা করে জীবিকা-নির্ব্বাহ করি, সে জিনিষটাই হচ্ছে অদ্ভুত!

আমি কাজ করি গোয়েন্দাগিরি। কিন্তু আমি বেতনভুক পুলিশের গোয়েন্দা নই যে, ফি মাসের গোড়াতেই একটা মোটা টাকা আমার পকেটে এসে যাবে।

আমি গোয়েন্দা—সখের গোয়েন্দা। বড় একটা ব্যাপারের কূল-কিনারা যদি করতে পারি, কেবল তাহ'লেই আমার পারিশ্রমিক পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ধরুন, আপনার এই ব্যাপারটার যদি একটা সমাধান করতে পারি,—যদি বুঝতে পারি যে, কে এই দস্যু রঘুনাথ,—কেন সে এতটা বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, নিজে খরচ-পত্র করে, আপনার বিরুদ্ধে এমন অদ্ভুত ভাবে একটা অভিযান করলে,—এর ভেতরে আরো কোন রহস্য লুকিয়ে আছে কিনা,—জহরতগুলোরই বা ইতিহাসটা কি,—কোথাকার জিনিষ কোথায় এসেছিল, কোথায়ই বা তা চলে গেল,—এসব তথ্য যদি আবিষ্কার করতে পারি, আর সঙ্গে-সঙ্গে যদি জহরতগুলো তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে পারি,—কেবল তাহ'লেই ত আমার

দু' পয়সা হবে! সে এখন সরকার বাহাদুরই দিন, বা আপনিই দিন! কাজেই এমন অদ্ভুত যার জীবিকা, তার কোন কোন আচরণ অদ্ভুত মনে হবে বৈকি! তাহ'লেও আমি আপনাদের শুধু এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে, জিনিষটা অতি ক্ষুদ্র এবং নগণ্য; সে জিনিষ আপনাদেরই কারো অসাবধানতায় হয়ত পকেট থেকে পড়ে গেছে, কিন্তু পড়ে গেলেও তাতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি। অথচ আমার পক্ষে তাইই হবে একটা মস্ত লাভ। এমন একটা জটিল ব্যাপার মীমাংসা করবার পক্ষে হয়ত এই অবহেলার জিনিষটুকুই হবে আমার প্রধান ও প্রথম উপকরণ।"

জুয়েলার অমর সেন বললেন, "মিঃ রায়, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না। সবার মাঝে বসে আপনি হয়ত আমাদেরই কারো পকেট থেকে পড়ে-যাওয়া একটা জিনিষ কুড়িয়ে নেবেন, অথচ সে সম্বন্ধে কিছুই বলবেন না, জিনিষটা দেখাবেনও না, এমন একটা ব্যাপার কি অসৌজন্যের পরিচায়ক নয়?"

একটু হেসে সনৎ বলল, "হয়ত তাইই। তবু এ বিষয়ে আমি অটল মিঃ সেন! কাজেই আমাকে আর কোন অনুরোধ করা বৃথা। জিনিষটা দেখাতে, বা তার কোন বর্ণনা দিতে আমি অনিচ্ছুক। বিশেষতঃ এত লোকের মাঝে সে তো একেবারেই অসম্ভব। তবে, যাঁর জিনিষ, তিনি

যদি নিজেই তা যথার্থ অনুমান করতে পারেন, তাহ'লে, অনুরোধ করলে হয়ত জিনিষটা তাঁকে গোপনে দেখানো চলে,—আর কেন তা আমার কাছে রাখছি, সে বিষয়ে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াও চলে। কিন্তু তার আগে কিছুতেই অন্যরূপ হওয়া সম্ভব নয় মিঃ সেন!"

দিলীপ সিংয়ের চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য দপ্ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি তা সামলে নিলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, "সনৎবাবু দেখছি বড্ড জেদী লোক। তা যাহোক, তিনি যখন এ নিয়ে একটা খুনোখুনি পর্য্যন্ত করতে প্রস্তুত, তখন আমাদের সকলেরই নিরস্ত থাকা উচিত।

কিন্তু মনে রাখবেন সনৎবাবু, সবই সার্থক মনে করব যদি আপনি দস্যু রঘুনাথকে গ্রেপ্তার করতে পারেন, আর আমার জহরতগুলো আমায় ফিরিয়ে দিতে পারেন। উপযুক্ত পুরস্কার লাভেও তখন আপনি বঞ্চিত হবেন না, এ আশ্বাস আমি আপনাকে বেশ ভাল ভাবেই দিতে পারি।"

"আচ্ছা বেশ, তাহ'লেই হ'ল।" সনতের মধুর রহস্যময় হাসিতে সারা ঘরখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

GUPTA LIBRARY

তিন

সনতের ভবিষ্যৎ বাণী

সেদিনই দুপুরবেলা। সনৎ সবেমাত্র তার খাওয়া-দাওয়া সেরে, ইজি-চেয়ারে গা হেলিয়ে খবরের কাগজে চোখ দেবার উপক্রম করছিল, এম্‌নি সময়ে বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

সনৎ খবরের কাগজখানা থেকে তার চোখ না তুলে, পেছন দিকে না তাকিয়েই অভ্যর্থনা করে বলল, "আসুন, আসুন চণ্ডীবাবু! আমি আপনারই অপেক্ষা করছি।"

"বটে!" চণ্ডীবাবুর কণ্ঠস্বরে ফুটে বেরুলো পূর্ণ বিস্ময়। তিনি বললেন, "বটে! তুমি যে দেখছি হাত-গুণতে শিখেছ! আমাকে না দেখেই তুমি আমার অভ্যর্থনা করলে, আর সেই সঙ্গে বলছ কিনা, আপনারই অপেক্ষা করছি। তাহ'লে কেন এসেছি, সে কথাটাও নিশ্চয়ই আঁচ্ করে রেখেছ?"

একটু হেঁসে সনৎ বলল, "সে কি আর বলতে? কেন এসেছেন, সে কথা বলা তো খুবই সহজ।"

চণ্ডীবাবুর সারা মুখে আবার একটা বিস্ময় ফুটে বেরুলো। তিনি বললেন, "বটে! তাই নাকি! আচ্ছা, তাহ'লে তুমিই বল, আমি আজ কেন এখানে এসেছি!"

সনতের মুখে আবার একটু হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, "আপনি এসেছেন চণ্ডীবাবু, আমায় জেরা করতে।

আপনি জানতে এসেছেন, দিলীপ সিংয়ের বাড়ীতে আমি কি এমন মূল্যবান্ জিনিষ কুড়িয়ে পেয়েছি ! এই ত ?"

চণ্ডীবাবুর চোখ দুটো এবার যেন তাঁর কপালে উঠে গেল ! তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে, হতভম্বের মত ধপ্ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন !

খানিকক্ষণ নির্ব্বাক থেকে তিনি সহসা বললেন, "তুমি যে অবাক করলে হে সনৎ ! তুমি কি আজকাল জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চ্চা করছ নাকি ?"

সনৎ বলল, "তার কোন প্রয়োজন হয় না চণ্ডীবাবু ! একটু মাথা খাটালে, সবাই এমন দু'চারটি কথা বলতে পারে।

দিলীপ সিংয়ের বাড়ীতে যখন আমার সঙ্গে ওদের কথা-কাটাকাটি হচ্ছিল, আপনি তখন বড় ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। আমি সেজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তখনই বুঝে নিয়েছিলুম, আপনার এই ধৈর্য্য কেবল সাময়িক মাত্র ; সুযোগ মত আপনি আপনার কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করবেনই।

ভোরবেলায় যে কৌতূহল আপনি চেপে রেখেছেন, এখন এই দুপুরবেলায় তার পূর্ণ অভিব্যক্তি নিশ্চয়ই আশা করা যায়। তাই আমি অনেকটা আগে থেকেই আপনাকে প্রত্যাশা করছিলাম। এতে আর নতুনত্ব কি আছে চণ্ডীবাবু ?"

চণ্ডীবাবু বললেন, "আচ্ছা বেশ, তোমার ক্ষমতা আছে, মাথা আছে, তা আমি একশ'বার স্বীকার করছি। কিন্তু এখন বল ত ভাই, কি এমন মূল্যবান্ জিনিষটা তুমি হস্তগত করেছ ?"

সনতের মুখ এবার গম্ভীর ভাব ধারণ করল। সে সংযত ভাবে বলল, "সে কথা আমি এখন আপনাকেও বলতে পারছি না চণ্ডীবাবু! কাজেই আমায় ক্ষমা করুন।"

চণ্ডীবাবু আবার বিস্মিত হলেন। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন; "সেকি হে সনৎ! শেষকালে কি আমাকেও অবিশ্বাস করছ?"

সনৎ আরো বেশী গম্ভীর ভাবে বলল, "না, আপনাকে অবিশ্বাস আমি করি না। তবু কেন যে এখন কিছু বলব না, তার কৈফিয়ৎও এখন দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু, তার মানে এই নয় যে, আপনাকে বাদ দিয়েই আমি এত বড় একটা কাজে হাত দিচ্ছি। এই কাজে আপনার সাহায্য আমাকে নিতে হবেই। এমন কি, আজ সন্ধ্যেবেলায়ও আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন হবে।"

চণ্ডীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কি সেই সাহায্য সনৎ? আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবেই সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

সনৎ বলল, "বেশ, তাহ'লে সন্ধ্যেবেলা হতেই আমার বাড়ীর আশেপাশে তিন-চারজন লোকের বন্দোবস্ত রাখবেন। সন্ধ্যের পরে, একটু অন্ধকার হ'লেই আমার কুটীরে এক মহৎ ব্যক্তির আগমন হবে। আমার সঙ্গে দেখা করে, তিনি তারপর কোথায় কোথায় যান, কার-কার সঙ্গে কোন্-কোন্ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়, সে খবরগুলো নেবার একটু বন্দোবস্ত রাখবেন। আর আমার বাড়ীর যা বন্দোবস্ত, সে আমি নিজেই ঠিক করে রেখেছি।"

চণ্ডীবাবু বললেন, "কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি কি, কে এই মহৎ ব্যক্তি ?"

সনৎ বলল, "তিনি আপনার ও আমার উভয়েরই পরিচিত। তাঁর নাম দিলীপ সিং।"

"দিলীপ সিং!—কিন্তু তিনি আসবেন কেন বলতে পার? আর সে খবরই বা পাঠালেন কখন ?"

সনৎ বলল, "খবর তিনি পাঠান নি, পাঠাবেনও না। তিনি আসবেন আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে। কাজেই তাঁর জন্য এত সব আয়োজন রাখতে হচ্ছে।"

চণ্ডীবাবু বললেন, "তিনি খবর পাঠান নি, অথচ তুমি ঠিকই জানতে পেরেছ তিনি আসবেন! এ যে দেখছি আবার তুমি হাত-গুণতে আরম্ভ করে দিলে!"

মৃদু হেসে সনৎ বললে, "হাত-গোণাই বলুন, আর 'কাক-চরিত্র'ই বলুন,—একথা নির্ঘাত সত্য যে, আজ রাতের অন্ধকারে সর্দ্দার দিলীপ সিংজী আমার কাছে আসবেনই। আপনি ইচ্ছা করলে, ঐ পাশের ঘরে থেকে আমাদের কথাবার্ত্তাগুলো বেমালুম হজম করে নিতে পারেন। কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করার কাজে যেন কোন ভুল না হয়, সেদিকে বেশ লক্ষ্য রাখবেন চণ্ডীবাবু—এইটুকু শুধু অনুরোধ।"

চণ্ডীবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই রাখব। তাহ'লে এখন আর বেশী দেরী করা হবে না সনৎ! সন্ধ্যের আগেই আমি তোমার আতিথ্য গ্রহণ করে, ঐ পাশের ঘরখানায় আশ্রয় নিচ্ছি। আর

তোমার মহামহিমান্বিত সর্দ্দার সাহেবকে চোখে-চোখে রাখবার ব্যবস্থা আমি করে রাখব, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

এই বলে চণ্ডীবাবু উঠে পড়লেন, আর সনৎও তাঁকে দোরগড়ায় খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে এলো।

ঘরে ফিরে এসেই সনৎ হাঁকল, "মুকুল!"

"কে, সনৎদা?" বলেই এক বলিষ্ঠ তরুণ যুবা তার পাশে এসে দাঁড়াল।

সনৎ বললে, "তুমিও তো সবই শুনলে মুকুল?"

"হাঁ, শুনেছি।" মুকুল বলল।

সনৎ বলল, "খানিকটা কাজ আমি চণ্ডীবাবু ও তাঁর সহচরদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু হরদেও ও তোমার জন্য যা কাজ রয়েছে, তাও নিতান্ত কম নয়। মনে আছে তো কি-কি কাজ তোমার করতে হবে?"

"হাঁ, হাঁ,—মনে আছে।"

সনৎ বলল, "যাও, তাহ'লে তোমার এখন ছুটি। কিন্তু কোন ভুল হয় না যেন।"

হাসিমুখে মুকুল বলল, "না, কিচ্ছু ভুল হবে না সনৎদা, সে তুমি দেখে নিও!"

"বেশ, এখন তাহ'লে সব তৈরী থাকো। আমিও কতকগুলো চিঠিপত্র লিখে, আমার অতিথির জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকি," এই বলে সনৎ তার ছোট দেরাজটি খুলে টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। মুকুলও আর কোন কথা না বলে, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

চার

দিলীপ সিংএর কেরামতী

রাত প্রায় দশটার সময় দিলীপ সিং যখন সনতের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন, ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যেত তাঁর মুখ তখন কালো হয়ে গেছে!

দিলীপ সিং একখানি ট্যাক্সিতে চেপে বসতেই ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাব?"

"ভবানীপুর—জুয়েলার অমর সেন," অতি মৃদুস্বরে এই কথাটি বলেই তিনি আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

চিন্তায় আত্মহারা না থাকলে দিলীপ সিং হয়ত সুস্পস্ট বুঝতে পারতেন যে, আরো দু'খানি ট্যাক্সি তখন তাঁর অনুসরণ করে ভবানীপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

জুয়েলার অমর সেন তখন কেবল আহারাদি সেরে শোবার উপক্রম করছিলেন, এমনি সময় প্রচণ্ড কড়ানাড়ায় শব্দে তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন।

একজন ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিতেই ঝড়ের মত বেগে দিলীপ সিং ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন। তারপর সম্মুখেই অমর সেনকে দেখতে পেয়ে গভীর বিরক্তির সহিত বললেন, "তুমি সব নষ্ট করে দিয়েছ অমর!"

"কেন? কি হয়েছে?"

ঝঙ্কার দিয়ে দিলীপ সিং বললেন,"হবে আবার কি ? হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। ঐ গোয়েন্দা-ঘুঘু সনতের একশ' প্রশ্নে আমি আজ নাজেহাল হয়ে গেছি। জিনিষ চুরি গেল আমার, আর সে কিনা আমাকেই করে তম্বী !"

অমর সেন বললেন, "হাঁ, লোকটা ধূর্ত্ত বটে ; ওর কথায়ই তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কি তার প্রশ্ন বল দেখি ?"

দিলীপ সিং বললেন, "সক্কালবেলাকার কথাটা তোমার মনে আছে তো ? আমারই টেবিলের তলা থেকে কি-একটা জিনিষ তুলে নিলে, অথচ তার সে কোন কৈফিয়ৎই দিলে না। মনে হ'ল, বেশী জবরদস্তি করলে সে হয়ত তাই নিয়ে একটা দাঙ্গা বাধাতেও পিছ্‌পা নয়।

জান অমর, ইচ্ছা হচ্ছিল, হতভাগার টুঁটি চেপে তখনই ওর জবরদস্তির মজাটা দেখিয়ে দেই ! কিন্তু অনেক কিছু ভেবে, সমস্ত অপমানই নীরবে সহ্য করে গেছি।

ভেবেছিলুম, গোপনে দেখা করে, মনটা একটু নরম করে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি খবরটা আদায় করা যায় ! কিন্তু হতভাগা ঘুঘু কি সহজ বদমায়েস ? খবর তো পেলাম না কিছুই—উল্টে আরো কত তম্বী !

সে বলে, 'দস্যু রঘুনাথের চিঠি পেয়ে আপনি পুলিশের সাহায্য নিয়েছেন মেনে নিলুম। কিন্তু জুয়েলার অমর সেন অত ভোরে আপনার বাড়ীতে গিয়েছিল কেন, তার একটা সদুত্তর দেবেন কি ?'

কিন্তু রঘুনাথের দেহ স্পর্শ করবার আগেই
একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে দিলীপ সিং... ...

[পৃঃ—১০

আমি বল্লুম, 'সে কৈফিয়ৎ ভাল করে দেবার মালিক হচ্ছেন অমর সেন নিজে। তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা অনেকদিনকার। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এখন তিনি বিনা-নিমন্ত্রণেও বন্ধু-হিসেবে আমার বাড়ীতে আসা-যাওয়া করেন। সেদিনও তিনি সেই ভাবেই এসেছিলেন।'

বল্লুম বটে অমর! কিন্তু সনৎটা তা বিশ্বাস করলে না। সে বললে, 'আপনার ও তার মাঝে ঐ জহরতগুলো নিয়ে যে কোন এগ্রিমেণ্ট্ বা চুক্তিপত্র হয়নি, এই কথাটি আমি বিশ্বাস করবার চেষ্টা করব।'

দেখলে তো লোকটা কত বড় পাজি! কিন্তু এই সবটারই মূল হচ্ছ তুমি নিজে। তোমাকে খবর না দিতে, তুমি অত ভোরে কেন আমার বাড়ী ছুটে গিয়েছিলে বল ত?"

অমর সেন বললেন, "বা রে! তা ছাড়া আমার আর উপায় কি ছিল বল? আমার অতগুলো টাকা—দশহাজার টাকা তোমায় অগ্রিম দেওয়া হ'ল; অথচ তুমি একটি জহরতও আমায় ছেড়ে দিলে না। বললে কিনা, সবগুলোর আকার ও চিহ্নগুলো ভেঙে-চুরে পুঁছে ফেলে, তারপর আমায় দেবে। অথচ দস্যু রঘুনাথ তোমায় যে চিঠি লিখেছে, তাও তুমি আমায় দেখালে। তখন কি স্বভাবতঃই একটা আশঙ্কা হয় না যে, জহরতগুলো বুঝিবা রঘুনাথের হাতে চলে যায়, আর সেই সঙ্গে আমার দশহাজার টাকাও বুঝি মাঠেই মারা যায়! কাজেই আমাকে তখন তোমার ওপরও গোয়েন্দাগিরি

করতে হ'ল। রাত্তিরে কখন কি হয়, সে সব জেনে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে জানাবার জন্য তোমার বাড়ীর ভেতর ও বাইরে—ছদ্মবেশে আমার নিজের লোক রইল চারজন।

এতে অবশ্যি তোমার দিক্ দিয়ে আপত্তির কোন কারণই ছিল না। বরং তোমার শক্তি এতে কিছু বৃদ্ধিই হয়েছিল। দস্যু রঘুনাথ যদি কৌশল না দেখিয়ে বিন্দুমাত্র জবরদস্তি প্রকাশ করত, তাহ'লে আমার সেই চারজন লোকই ছিল বাধা দেবার পক্ষে যথেষ্ট!

যাহোক, ভোর হ'তে না-হ'তেই তোমার জহরতগুলোর অবস্থা শুনতে পেলাম। কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকে তখনি ছুটতে হ'ল তোমার কাছে। তারপর যা হয়েছে, সে তো তুমি বেশ জান। খানিকক্ষণ হ'ল পুলিশ-গোয়েন্দা ইত্যাদির সাথে কচ্‌কচি, তারপর হ'ল তোমার সাথে। তুমি তো আমায় এখন একেবারে অতল জলে তলিয়ে দিলে! তোমার সমস্ত জহরত ফেরত না পাওয়া পর্য্যন্ত তুমি আমায় এক পয়সাও দেবে না, এই হ'ল তোমার ধনুর্ভাঙ্গা পণ!"

"তা ছাড়া আর কি করতে পারি বল? টাকার অভাব বলেই তো পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরত তোমার কাছে নামমাত্র জলের দামে—ত্রিশহাজার টাকায় বিক্রী করছিলাম!"

অমর সেনের মুখে এইবার একটু হাসি দেখা দিল। তিনি বললেন, "শুধু তাই কি? মালটা তুমি নিজের কাছে রাখতে চাও না, সেও একটা কারণ নয় কি?"

"হাঁ, তাও কতকটা বটে। কিন্তু সে যাই হোক, অতগুলো পুলিশের সামনে তোমার ছুটে যাওয়া, খুবই অন্যায় হয়েছে, একথা আমি একশ'বার বলব। আর তারই ফলে, ঐ গোয়েন্দা-ঘুঘু সনতের কাছে তুমি এই ব্যাপারটা একেবারে সন্দেহময় করে তুলেছ।

আমার মনে হচ্ছে, সে তোমার নিজের কাছ থেকেও একটা কৈফিয়ৎ শুনবার জন্য, কাল ভোরেই এখানে ছুটে আসবে।"

অমর সেন একটু গর্ব্বিত ভাবে বললেন, "তা সে আসুক্ নেন। আমি তো আর জুলন্ধরের মোটা-বুদ্ধি দিলীপ সিং নই,—আমি বাঙ্গালী। এখানে তার কোন সুবিধেই হবে না দেখে নিও।"

দিলীপ সিং সহসা যেন কিছু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন! তিনি বললেন, "সে তো আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি অমর! দোর-গড়ায় কেউ ওঁৎ পেতে বসে থাকলেও ভেতো বাঙ্গালীর চোখে তা ধরা পড়ে না। কিন্তু আমি বাঙ্গালী নই, আমি পাঞ্জাবী সিংহ—আমার চোখে ধূলি দেওয়া খুব সহজ নয়। কাজেই যেখানে আছ, ঠিক সেইখানেই থাকো। নড়েছ কি তোমায় গুলি করব।"

বলেই হঠাৎ তিনি তাঁর বাঁ-দিকের জানালায় মুখ ফিরিয়ে বজ্রকণ্ঠে কাউকে যেন সাবধান করে দিলেন, "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক—এই ছাখ, হাতে আমার গুলিভরা পিস্তল।"

কথার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তাঁর পকেট থেকে পিস্তল বার করে

জানালায় মুখ ফিরিয়ে কোন্ এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে দাঁড়ালেন!

দেখা গেল, জানালার পাশে সত্যই এক অপরিচিত লোক। সে আপাদ-মস্তক সুদীর্ঘ কৃষ্ণ পোষাকে আবৃত করে, এতক্ষণ তাদের কথাবার্ত্তাগুলো বেশ মন দিয়ে শুনে যাচ্ছিল। দিলীপ সিংয়ের সাবধান-বাণীর সঙ্গে-সঙ্গে সে চক্ষুর নিমেষে অন্তর্হিত হবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তা আর সম্ভবপর হ'ল না।

অমর সেন ও দিলীপ সিংয়ের হাঁক-ডাক শুনে ভৃত্য ও প্রহরীর দল তৎক্ষণাৎ সচকিত হয়ে উঠল। তারপর মুহূর্ত্তমধ্যে তারা সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে, টেনে-হিঁচড়ে ঘরের ভেতর নিয়ে এলো।

দিলীপ সিং ক্রুদ্ধ সিংহের মত তৎক্ষণাৎ তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লেন, আর পিস্তলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত করার সঙ্গে-সঙ্গে গর্জ্জন করে উঠলেন, "তবে রে শয়তান!"

একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে লোকটা তখনই ঘরের মেজেয় লুটিয়ে পড়ল। তার হাতের ছোরা হাতেই রয়ে গেল—এতটুকু তার সদ্ব্যবহার হ'ল না!

পাঁচ

জুয়েলার অমর সেন

পরদিন খুব সকালেই সনৎকে থানায় আসতে দেখে চণ্ডীবাবু তাকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "কি ব্যাপার ? এত সকালে হঠাৎ কি মনে করে ? দস্যু রঘুনাথের কোনও সন্ধান পেলে ?

আমার লোক ত কাল দিলীপ সিংকে অনুসরণ করতে যেয়ে একেবারে বোকা বনে গেছে !

দিলীপ সিং কাউকে সন্দেহ করেছিল কিনা কে জানে ? সে খানিকটা দূর সোজা গিয়ে হঠাৎ আবার পেছনে হটে এলো। কাজেই পেছনের ট্যাক্সিতে আমার যে লোক তার অনুসরণ করছিল, সে হয়ে গেল প্রায় মুখোমুখি ! দিলীপ সিং একটা টর্চ্চ ফেলে সম্ভবতঃ তাকে দেখে নিলে, তারপর আবার সে ছুটলো ভবানীপুরের দিকে।

মিনিট সাতেক পরে আবার সে তেমনি চালাকি করে, তার মুখোমুখি হয়ে কর্কশ স্বরে বললে, 'ফের আমার পিছু নিয়েছ ত' তোমায় গুলি করব তক্ষুণি।' এই বলেই সে তার পিস্তল বার করলে। কাজেই আমার সেই লোকের ছুটি হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। সে গাড়ী ফিরিয়ে চলে এলো।"

তা যা হোক, ডাকাত রঘুনাথের কোন খবর তুমি জানতে পেরেছ কি ?"

সনৎ বলল, "রঘুনাথের জন্যে আমি মোটেই চিন্তিত নই চণ্ডীবাবু! তার আগে দ্রিলীপ সিং সম্বন্ধেই কিছু সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। আমি দিলীপ সিংয়ের বন্ধু অমরবাবুর সাথে একবার দেখা করতে চাই। আপনি আমার সঙ্গী হ'তে রাজী আছেন ?"

চণ্ডীবাবু অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন, "তার কাছে গিয়ে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। তবে তুমি যখন বলছ, তখন চল একবার—না হয় ঘুরেই আসা যাক।"

চণ্ডীবাবু ও সনৎ থানা থেকে সোজা অমরবাবুর ফার্ম্মে এসে হাজির হ'লেন। তাদের দেখে অমরবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, "আসতে আজ্ঞা হোক! আপনাদের মত লোক বিনা কারণে যেখানে-সেখানে দর্শন দান করেন না। এখানে পায়ের ধূলো দেবারও নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু সেই কারণটা কি, জানতে পারি কি ?"

সনৎ হেসে বলল, "অবশ্যই। সেদিন দীলিপ সিংয়ের বাড়ীর ঘটনা সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করতে এসেছি। কারণ, নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভেতরে আপনিও একজন ছিলেন। তবে পার্থক্যের ভিতর এইটুকু যে, আমরা ছিলাম রাতের অতিথি, আর আপনি ছিলেন দিনের অতিথি। তাহ'লেও, আপনার কাছে কয়েকটা বিষয়ের একটু সন্ধান নিতে চাই।"

অমরবাবু হেসে বললেন, "ও—এই কথা! দিলীপ সিং দেখছি তাহ'লে রঘুনাথের অপহৃত ঐ জহরতগুলো উদ্ধারের আশা রাখে! তা বেশ; এখন কি জানতে চান, বলুন। আপনাদের আপ্যায়িত করতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত।"

সনৎ জিজ্ঞাসা করল, "দিলীপ সিংয়ের কি কি জিনিষ খোয়া গেছে, তা আপনি জানেন?"

অমরবাবু বললেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের জহরত খোয়া গেছে তা জানি। এর বেশী কিছু..."

সনৎ বাধা দিয়ে বলল, "আপনি একথা জানেন কি করে? জহরতগুলো আপনি দেখেছিলেন?"

অমরবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই!" খানিক ভেবে আবার তিনি বললেন, "দিলীপ সিং কোনও কারণে ওগুলো আমার কাছে বিক্রী করতে চেয়েছিলেন,—এবং সেই জহরতগুলোর দাম ঠিক করবার জন্যে সেদিন সকালবেলা আমি তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলাম। কিন্তু রঘুনাথের কৃপায় সেগুলো তার আগেই দিলীপ সিংয়ের হস্তচ্যুত হলো, সে তো সবাই দেখলাম।"

সনৎ বলল, "জহরতগুলোর দাম কিছু স্থির হয়েছিল?"

অমরবাবু আবার একটু ভেবে বললেন, "জহরতগুলোর দাম ত্রিশ হাজার টাকা স্থির হয়েছিল।"

সনৎ আশ্চর্য্য হয়ে বলল, "মোটে ত্রিশ হাজার টাকা?"

অমরবাবু বললেন, "হ্যাঁ! দিলীপ সিংয়ের টাকার দরকার

ছিল বলেই বোধ হয় তিনি ত্রিশ হাজার টাকাতেই ওগুলো বিক্রি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।”

সনৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, “দিলীপ সিংয়ের সাথে আপনার আলাপ কোন্ সূত্রে?”

অমরবাবু আবার একটু ইতস্ততঃ করলেন। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বললেন, “ব্যবসায়-সূত্রেই তাঁর সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি আমার কাছ থেকে কোনও রাজ-পরিবারের জন্য প্রায়ই বহু-মূল্যবান্ অলঙ্কারপত্র কিনতেন; এবং সেই আলাপই ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে।”

চণ্ডীবাবু রহস্যচ্ছলে বললেন, “এবং শেষে বোধহয় আপনিই ক্রেতা আর তিনি বিক্রেতাতে পরিণত হয়েছিলেন, কেমন?”

অমরবাবু বললেন, “হ্যাঁ! দিলীপ সিংয়ের বর্ত্তমানে বোধহয় কিছু অর্থকষ্ট চলছিল, এবং তার ফলেই উনি জহরতগুলো…”

সনৎ বলল, “দিলীপ সিং কোন্ রাজ-পরিবারের জন্য আপনার কাছ থেকে অলঙ্কার কিনতেন জানেন?”

অমরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, “না। সেকথা দিলীপ সিং কোনদিন আমায় বলেন নি এবং আমিও তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি।”

সনৎ বলল, “ধন্যবাদ! আজ এই পর্য্যন্তই থাক। এই সংবাদগুলোর জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।”

অমর সেনের ফার্ম্ম থেকে বেরিয়ে এসে চণ্ডীবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, "ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ সনৎ ? ধনকুবের দিলীপ সিংয়ের হঠাৎ কি এমন টাকার দরকার হ'ল যে, পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরতগুলো ত্রিশ হাজার টাকাতেই বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলেন ?"

সনৎ বলল, "রাজা-উজীর মানুষ, অর্থের প্রয়োজন সব সময়েই হ'তে পারে ; কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। দিলীপ সিং কোন্ দেশের রাজ-পরিবারের জন্যে অমরবাবুর ফার্ম্ম থেকে অলঙ্কারপত্র ক্রয় করতেন ?"

চণ্ডীবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুমি বড় বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাও সনৎ ! তা জেনে আমাদের লাভ ?"

সনৎ বলল, "লাভ আছে বৈকি ! এখন বেশ বুঝতে পারছি যে দিলীপ সিং, রঘুনাথের চেয়ে কম ধূর্ত্ত নয়।

আর এই অমর সেন লোকটিও তাঁর উপযুক্ত সাকরেদ। আপনি শুনলে বিস্মিত হবেন চণ্ডীবাবু যে, কাল রাত্তিরে আমারও একজন লোক—হরদেও, এই দিলীপ সিংকে অনুসরণ করে অমর সেনের বাড়ী পর্য্যন্ত এসেছিল। কিন্তু তারপর সে আর ফিরে যায় নি।

আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন, আমরা যে ঘরখানায় বসেছিলুম, ঠিক সেই ঘরেই দক্ষিণ দিকের দেয়াল ঘেঁষে খানিকটা রক্ত জমাট হয়ে আছে। সে রক্ত আর কারো নয়, সে রক্ত হরদেও সিংএর, একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

আর খানিকটা পরে এলে হয়ত সেই রক্ত আমাদের চোখে পড়ত না, কিন্তু বড্ড সকাল-সকাল এসে পড়েছি। রাতের চিহ্ন এরা এখন পর্য্যন্ত পুঁছে ফেলতে পারেনি।"

চণ্ডীবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, "বল কি হে সনৎ! এরই মাঝে এতদূর! ব্যাটারা দেখছি ভয়ানক খুনে'! আমার লোকটাকে দিলীপ সিং রাস্তায়ই দিলে বিদায় করে; আর তোমার লোকটাকে করলে ভবপার! তাহ'লে চল থানায়; এখনই সেপাই নিয়ে এসে সব কটাকে বেঁধে ফেলি।"

একটু হেসে শান্ত ভাবে সনৎ বলল, "ধীরে চণ্ডীবাবু, ধীরে। অত ব্যস্ত হবেন না। মনে রাখবেন, এদের কেবল বাঁধলেই হ'ল না। এরা প্রকৃতই দোষী কিনা, তারও কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া এদের গ্রেপ্তার করার সাথে-সাথে পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরত ও তার লুকানো রহস্য, আর আমার সহচর হরদেও সিং, চিরদিনের জন্য কোথায় তলিয়ে যাবে, কে জানে?

কাজেই, সে এখন হ'তে পারে না চণ্ডীবাবু! কিন্তু খুব সাবধানে এগুতে হবে তা দেখতেই পাচ্ছেন। এখন দেখছি, এমন একটা কাজ আমাদের হাতে এসে পড়ল, যা একেবারেই সহজ নয়। যে ডাকাতি করেছে সেই রঘুনাথ, আর যার ওপর ডাকাতি হ'ল সেই দিলীপ সিং,—এরা দু'জনাই হয়ত সমান। কাজেই কে আমাদের শত্রু, কে মিত্র,—বা কে আমাদের লক্ষ্যস্থল, বা কে আমাদের সহানুভূতির পাত্র,—তার কিছুই নিশ্চয়তা নেই।"

"তাহ'লে এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি বল ?" চণ্ডীবাবুর কণ্ঠস্বরে একটা উত্তেজনার ভাব ফুটে বেরুল।

সনৎ তেমনি শান্তস্বরে জবাব দিল, "সে কথা পরে ভাবা যাবে। কিন্তু এখন এই পথের মাঝে এত আলোচনা উচিত নয় চণ্ডীবাবু!

পেছনে যে কেউ লেগেছে, সে খবর রাখেন ত ?" বলেই সনৎ হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল।

দেখা গেল, একটি ছোকরা-মতন লোক তাদের মাত্র হাত-পাঁচেক দূরে থেকে ধীরে-ধীরে সাইকেল চালিয়ে আসছে। সনৎ ও চণ্ডীবাবু হঠাৎ ফিরে দাঁড়াতেই, সে একেবারে মুখোমুখি হয়ে পড়ল, বেচারা পালাবার আর পথ পেলো না।

সনৎ একটু হেসে তাকে লক্ষ্য করে বলল, "কি হে ছোকরা! এমন বোকার মত পিছু নিয়েছ কেন ? আমার এই সঙ্গীটির দয়া হ'লে, তোমাকে যে এখুনি হাজতে যেতে হবে। যাও,—আর কখ্খনো এমন বোকার মত এসো না। আজ তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু তোমার টায়ারটি ফাটিয়ে দিলুম।" বলেই পিস্তল বার করে টায়ার লক্ষ্য করে সে একবার গুলি করল। প্রচণ্ড শব্দে সাইকেলের একটি টায়ার ফেটে গেল।

হতভম্ব ছোকরা তবু তাই নিয়ে তৎক্ষণাৎ রাস্তার পাশে মাঠের দিকে নেমে ঊর্দ্ধশ্বাসে সাইকেল হাঁকিয়ে ছুটে গেল।

চণ্ডীবাবু বললেন, "এ তুমি করলে কি সনৎ ? ছোকরাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে ?"

সনৎ বলল, "ঠিকই করেছি। কিন্তু আপনাকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি। ছোকরা এই পথ দিয়ে কোথায় গেল, এখনই তার অনুসরণ করুন।

গাড়ী একখানা ভাড়া করুন; গাড়ীতে বসেই পোষাকটা একটু রকম-ফের করে নিন্। তারপর টায়ারের দাগ দেখে-দেখে লোকটাকে 'ফলো' করুন।

টায়ারের দাগ দেখে অনুসরণ করতে কোন অসুবিধা হবে না। সামনের চাকায় পাম্প্ আছে, পেছনেরটায় নেই; কারণ, গুলিতে তার টায়ার ফুটো হয়ে গেছে। তবু সেই পেছনের চাকাটাকে সামনের চাকা ঘেঁষটে নিয়ে গেছে মাটির ওপর দিয়ে। আপনি তাই দেখে ছোকরার গতিবিধির একটা খোঁজ নেবার চেষ্টা করুন এখনই। আমিও একটু কাজে অন্য দিকে যাচ্ছি। সময়-মত আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

সনৎ এই কথা বলেই, হাত তুলে তাঁকে অভিবাদন করে, বাঁ-দিকের পথে হন্-হন্ করে চলে গেল।

ছয়

৬৭৫এ।

রণজিতপ্রসাদ

চণ্ডীবাবুকে বিদায় দিয়ে সনৎ সেখান থেকে সোজা দিলীপ সিংয়ের বাড়ী এসে হাজির হ'ল। সে একজন ভৃত্যকে প্রশ্ন করে জানতে পারল যে, দিলীপ সিং তখন বাড়ীতে অনুপস্থিত। তাঁর সেক্রেটারী রণজিৎপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে।

সনৎ বলল, "আচ্ছা তাঁকে গিয়ে বল যে, একজন ভদ্রলোক তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন।"

ভৃত্য সনৎকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেল। ঘরটা বহুমূল্যবান্ এবং সৌখীন জিনিষে ভরা। একটা নরম সোফাতে বসে সনৎ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে ঘরটার চারদিকে চাইছিল। দেয়ালে কতকগুলো সুদৃশ্য দেশীয় অয়েল পেন্টিং দেখে সে সোফা থেকে উঠে এসে প্রশংসমান দৃষ্টিতে ছবিগুলো দেখতে লাগল। তারপর একটা ছবির দিকে চোখ পড়তেই সে দেখতে পেলো, তার নীচেই ইংরাজীতে লেখা রয়েছে Palace of Rajpur.

এমন সময়ে ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শুনে সে ফিরে এসে বসতেই ঘরে ঢুকল রণজিতপ্রসাদ।

সনৎ তাকিয়ে দেখতে পেলো তার বয়স প্রায় বছর ত্রিশেক হবে। লম্বাচওড়া চেহারা—চোখে একটা উজ্জ্বল এবং সরল চাহনি। মুখে মৃদু হাসি!

সনৎ উঠে হাতযোড় করে বলল, "নমস্কার রণজিতবাবু! এর আগে আপনার সাথে আলাপ করবার কোনো সুযোগ ঘটেনি। আমি এসেছিলাম দিলীপসিংজীর খোঁজে। শুনলুম, তিনি বাড়ী নেই। ভাবলুম, তাহ'লে আপনার সঙ্গেই একবার দেখা করে যাই।

সেদিন ত আর কারু সাথে বেশী আলাপ-পরিচয়ের সময়ই হয়নি। সারারাত আপনাদের বাড়ী পাহারা দিয়ে, শুধু ভূতের বেগারই খেটে মরেছি,—উপকার করতে পারিনি কিছুই। দস্যু রঘুনাথ আমাদের চোখের ওপরেই যে কাণ্ড করে গেল, সেজন্য আমরা সবাই খুব লজ্জিত। তাই আজ বড্ড সঙ্কোচের সঙ্গেই আসতে হয়েছে।"

রণজিতপ্রসাদ হেসে বলল, "কি দরকার বলুন! জহরত-গুলো সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানতে চান কি? দস্যুর অপহৃত সেই জহরতগুলো উদ্ধার করতে আমি যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। পুলিশের পক্ষে তা অসম্ভব হ'লেও, আশা করি আপনার পক্ষে তা সম্ভব হবে।"

সনৎ বলল, "আমার ওপর দিলীপ সিং যে এই কেস্‌টার ভার দিয়েছেন, এ সংবাদ তাহ'লে আপনি জানেন?"

রণজিতপ্রসাদ বলল, "হ্যাঁ। আপনার কথা তিনি

আমায় কালই বলছিলেন। আপনার ওপর তাঁর কিছুটা বিশ্বাস আছে বলেই মনে হ'ল। তবে রঘুনাথের কবল থেকে জহরত-গুলো আপনি কি করে উদ্ধার করবেন, তা আমরা কেউই বুঝতে পারছি না। শুনেছি বটে যে আপনি নাকি অদ্ভুতকর্ম্মা ; সুতরাং চেষ্টা করে দেখুন, যদি সম্ভব হয়!"

সনৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রণজিতপ্রসাদের মুখের দিকে তাকাল। তার কথাগুলোতে একটু বিদ্রূপের ছোঁয়াচ আছে বলেই তার বোধ হ'ল। সে বলল, "হ্যাঁ! চেষ্টা করব বৈকি! তবে ফলাফল পরের কথা। যাই হোক, আপনি আমায় যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন বলছিলেন না?"

রণজিতপ্রসাদ দৃঢ়স্বরে বলল, "হ্যাঁ।"

সনৎ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি এখানে কতদিন চাকরী করছেন?"

রণজিতপ্রসাদ হেসে বলল, "বছরখানেক হবে। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? শেষ পর্য্যন্ত কি আপনার ধারণা হয়েছে যে আমিই জহরতগুলো চুরি করেছি?" কথাগুলো বলে রণজিতপ্রসাদ হো-হো করে হেসে উঠল।

তাকে হাসতে দেখে সনৎ বিরক্ত হ'লেও হেসে বলল, "না। আপনাকে অভয় দিচ্ছি যে, সে সন্দেহ আমার মনে নেই। আচ্ছা, আপনার বাবুর দেশ কোথায়?"

রণজিতপ্রসাদ হেসে বলল, "পাঞ্জাবে। কিন্তু অদ্ভুত আপনার প্রশ্ন স্বীকার করতেই হবে। পুলিশ হ'লে কখনও

এমন উদ্ভট প্রশ্ন করে বসত না। তবে শুনেছি, আপনি অদ্ভুত-কর্ম্মা, সুতরাং প্রশ্নগুলোও যে কিছু অদ্ভুত রকমের হবে, তাতে আর বিচিত্র কি! তারপর?"

সনৎ এই বিদ্রূপে কর্ণপাত না করে জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ রাজ-পরিবারের সাথে দিলীপ সিংজীর ঘনিষ্ঠতা আছে বলতে পারেন?"

রণজিতপ্রসাদ সনতের এই প্রশ্নে যেন খানিকটা অবাক হ'ল। তারপর বলল, "হ্যাঁ। তবে শুধু ঘনিষ্ঠতা নয়—উনি একজন সামন্তরাজের খুব নিকট-আত্মীয়। কিন্তু আপনার এসব প্রশ্নের সাথে অপহৃত জহরতগুলোর ত কোনও সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না!"

সনৎ একমনে কিছু চিন্তা করছিল। সে চমকে উঠে বলল, "থাকতেও ত পারে! কিন্তু—কোথাকার সামন্তরাজ?"

রণজিতপ্রসাদ উত্তর দিল, "রাজপুর।"

সনৎ জিজ্ঞাসা করল, "দিলীপ সিং রাজপুর থেকে শেষ কবে কলকাতায় এসেছেন?"

রণজিৎপ্রসাদ মনে মনে হিসেব করে বলল, "তা মাসখানেক হবে বৈকি! কিছু কম-বেশীও হ'তে পারে।"

সনৎ বলল, "দিলীপ সিংয়ের নিজস্ব কোন ব্যবসায় আছে কি?"

রণজিৎপ্রসাদ বলল, "হ্যাঁ! শেয়ার-মার্কেটে দিলীপ সিংয়ের মস্ত বড় একটা ফার্ম্ম রয়েছে। তাছাড়া উনি আরো

কতকগুলো নামজাদা ব্যবসায়ের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন।”

সনৎ সোফা থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, “দিলীপ সিং কোথায় গেছেন বলতে পারেন?”

রণজিতপ্রসাদ উত্তর দিল, “না, তা জানি না।”

সনৎ জিজ্ঞাসা করল, “তিনি বেরিয়েছেন কতক্ষণ?”

রণজিতপ্রসাদ বলল, “অনেকক্ষণ হবে।”

“আপনি তাঁকে সকালে দেখেছেন? ভেবে উত্তর দিন।” সনতের কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও সুস্পস্ট।

রণজিতপ্রসাদ এক মুহূর্ত্ত কি একটু ভেবে বলল, “না, আমি আজ তাঁকে দেখিনি। কাল সেই রাত আটটায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তারপর আর তাঁকে দেখিনি। কিন্তু আপনি এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন, বলুন ত? শেষকালে কি যাঁর জহরত, আপনি চোর ঠাউরে নিলেন তাঁকেই? অথচ আপনি জহরতগুলো সম্বন্ধে ত কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না!”

সনৎ বলল, “তার দরকার নেই। সে সম্বন্ধে যা জানবার, তা আমি আগেই জানতে পেরেছি। ধন্যবাদ! দিলীপ সিংজী এলে বলবেন যে আমি এসেছিলাম তাঁর সাথে দেখা করতে।”

বাইরে এসে গম্ভীর ভাবে পথ চলতে চলতে নিজের মনেই সনৎ বলল, “রহস্য ঘনীভূত সন্দেহ নেই। কিন্তু দিলীপ সিংয়ের মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি···না! এখন জানতে হবে এই দিলীপ সিং কে? আর কি তাঁর প্রকৃত পরিচয়?”

সাত

সনতের সন্ধানীসন্দেহ

বিকেলে বাইরের ঘরে বসে চা খেতে খেতে সনৎ গোড়া থেকে সমস্ত কিছুই মুকুলকে খুলে বলল। অমর সেনের বাড়ীতে সে যে খানিকটা জমাট রক্ত দেখে এসেছে, সনৎ সে কথা বলতেও কোন ক্রটী করলে না।

হরদেও সিংয়ের শোচনীয় পরিণাম ভেবে মুকুলের মুখখানা কালো হয়ে গেল। সে বললে, "সে বেঁচে আছে কিনা, তা কে জানে সনৎ দা ?"

সনৎ বললে, "সে বেঁচে আছে নিশ্চয়ই ; কিন্তু কোথায় আছে, তা বলাই হচ্ছে কষ্ট। শত্রুরা তাকে আজও মেরে ফেলেনি, চট্ করে মারবেও না।"

"কেন ? এ ধারণা তোমার কেমন করে হ'ল সনৎ দা ?"

সনৎ বলল, "শত্রুরা প্রথমে জানতে চেষ্টা করবে যে, কে এই হরদেও সিং ? সে কি পুলিশের লোক, না রঘুনাথের লোক ? তারপর চেষ্টা করে দেখবে, হরদেও সিংয়ের কাছ থেকে কোন খবর আদায় করা যায় কি না ! এসব কাজে তাদের হয়ত কিছুটা সময় কেটে যাবে। সুতরাং অন্ততঃ কয়েকটা দিন হরদেও সিং নিরাপদ—এই হচ্ছে আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সেদিনের প্রথম আঘাতের ফলেই যদি তার কোন বিপদ ঘটে থাকে, তাহ'লে সেকথা আলাদা। আর তাহ'লে ত আমাদের কিছু করবারই নেই। তবে এখন আমাদের এইটুকু খুঁজে বার করতে হবে যে, জীবিত বা মৃত হরদেও সিংকে কে বা কারা নিয়ে গেছে, আর কোথায় নিয়ে গেছে?"

কথাগুলো শুনতে শুনতে মুকুলের মুখখানা আবার কালো হয়ে উঠল। খানিকক্ষণ নীরব থেকে সে বলল, "কিন্তু যাই বল সনৎ দা, আমার মনে হচ্ছে, হরদেও সিংয়ের বিপদের জন্য আমি নিজে নিতান্ত কম দায়ী নই!"

"কেন?"

"কারণটা তাহ'লে খুলেই বলছি।" মুকুল বলতে লাগল: সেদিন দিলীপ সিং যখন তোমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, আমি তখন একখানা ট্যাক্সি নিয়ে খানিকটা দূরেই অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, দিলীপ সিংয়ের গাড়ী যেই ছুটতে আরম্ভ করল, অমনি আর একখানি মোটর কোত্থেকে এসে তার পিছু-পিছু ছুটতে আরম্ভ করলে।

আমি হরদেওকে ডেকে বললুম, 'এর যে কোন মানে বুঝতে পারছি না হরদেও! এ আবার কে? দিলীপ সিংয়ের পিছু নিলে এই গাড়ীখানা কার? সে যাহোক, আমাদের একটু পেছনে থাকা উচিত। আর সাজ-পোষাকটা কিছু বদ্‌লে ফেলা ভাল।'—এই বলে আমি একটা মেয়ে-মানুষের পোষাক পরলুম, আর হরদেও হ'ল মাড়োয়ারী পুরুষ।

দু'খানা মোটর গাড়ীই ছুটছে, হঠাৎ দিলীপ সিং একটা টর্চ্চের আলোয় তার ঠিক পেছনের গাড়ীখানা দেখে নিলে। কয়েক মিনিট পরে সে আবারও তাই করলে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে দিলে এক ধম্‌কানি! সে চীৎকার করে বললে, "ফের্ আমার পিছু নিয়েছ কি গুলি করব।"

এমন একটা শাসানির পরে কি আর এগুনো সম্ভব? কাজেই, সেই গাড়ীখানা হঠাৎ একদিকে ঘুরে সরে গেল।

দিলীপ সিং আমাদের গাড়ীর ওপরেও দুবার টর্চ্চের আলো ফেলেছিল বটে, কিন্তু প্রথমবার সে দেখলে তার ড্রাইভার হচ্ছে পাঞ্জাবী, আর আরোহী হচ্ছে মাড়োয়ারী ব্যাটাছেলে ও মেয়েমানুষ। দ্বিতীয়বার সে দেখলে, গাড়ী চালাচ্ছে একজন সাহেব আর ভিতরে বসে আছে তার দুটো আর্দ্দালী। তৃতীয়বার তাকে আর কষ্ট করে দেখতে হয়নি। কারণ, তোমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে যখন ড্রাইভারকে বলে যে, 'ভবানীপুর চল, জুয়েলার অমর সেনের বাড়ী', আমি তখন সেকথা শুনেছিলাম। আমি তাই আর বেশীক্ষণ দিলীপ সিংয়ের পিছু না নিয়ে, অন্য পথে অমর সেনের বাড়ীর কাছে হাজির হলুম।

গাড়ী বিদায় দিয়ে হরদেও ও আমি, দুজনে তার বাড়ীতে যখন উপস্থিত হলুম, দিলীপ সিংয়ের গাড়ীও তখন খানিকটা দূরেই অপেক্ষা করছিল।

তুমি ত জান সনৎ দা, দিলীপ সিংকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তোমারই বাড়ীতেই আমি কিছু বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম।

তার একটা জিনিষ ছিল মেজেয় ছড়ানো চূণ, আর একটা জিনিষ ছিল তোমার টেবিলের ওপরে একটা অদৃশ্য বার্ণিশ।

সেই বার্ণিশে হাত রাখার ফলে, দিলীপ সিংয়ের আঙুলের ছাপ তুমি এখন পেয়ে গেছ সনৎ দা! আর সেই তিন পয়সার চূণও আমাদের নিতান্ত কম সাহায্য করেনি!

দিলীপ সিং তোমার আঙ্গিনায় চূণ মাড়িয়ে সেই চূণমাখা জুতো নিয়েই গাড়ীতে উঠেছিল। আর সেই চূণমাখা জুতো নিয়েই সে অমর সেনের যে ঘরে উপস্থিত হ'ল, তাও আমাদের তখন আর অজানা রইল না।

কিন্তু ভুল করলুম কোথায়, তা জান সনৎ দা? ভুল করলুম, হরদেওকে পাঠিয়ে। নিজে রইলুম, বাড়ীর বাইরে পাহারায়—আর হরদেওকে পাঠালুম, ওদের কথাগুলো গোপনে শুনতে। কিন্তু বেচারা সেই যে গেল, আর ফিরল না। আমারই কথায় সে হয়ত তার প্রাণটাও বিসর্জ্জন দিয়েছে!"

কথা বলতে বলতে মুকুলের দু'চোখে জলের ফোঁটা ভেসে উঠল। তাই দেখে সনৎ বলল, "দুঃখু করো না মুকুল! এখন সেকথা থাক্! এখন কিছু কাজের কথা শোন।

আমি জানতে পেরেছি, দিলীপ সিং রাজপুরের রাজ-পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তার কি-রকম একটু আত্মীয়তা আছে। তোমার স্মরণ আছে নিশ্চয়ই, প্রায় বছরখানেক আগে রাজপুরের রাজবাড়ী থেকে প্রায় এক লক্ষ টাকার রত্নালঙ্কার অতি অদ্ভুত ভাবে অদৃশ্য হয়েছিল! খবরের কাগজ

থেকে অবশ্য ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ কিছুই পাওয়া যায়নি—তা হ'লেও ঘটনাটা অদ্ভুত বলেই পুলিশের ধারণা হয়েছিল। ঘটনার অনেক দিন পরে চোর অবশ্য ধরা পড়েছিল। সে রাজবাড়ীরই একটি ছোকরা-চাকর। সাজা তার হয়ে গেছে, কিন্তু সেই অপহৃত জহরতগুলোর কোন সন্ধানই রাজপুরের পুলিশ করতে পারেনি।"

বিস্ফারিত চোখে মুকুল বলল, "কি আশ্চর্য্য! তুমি কি বলতে চাও যে…"

সনৎ তাকে বাধা দিয়ে বলল, "ঐ তোমার বড় দোষ মুকুল! আমার বক্তব্যটা শুনে তারপর তোমার মতামত প্রকাশ করো! আমি বিশেষ কিছুই বলতে চাই না। তবে দিলীপ সিংয়ের সেই জহরতগুলোই যদি রাজপুরের চোরাই জিনিষ হয়ে থাকে, তবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।"

মুকুল অবিশ্বাসের সুরে বলল, "দিলীপ সিংয়ের মত ধনবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে ঐ চোরাই মালের কোনও সংশ্রব আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।"

সনৎ বলল, "আমি তোমাকে তা বিশ্বাস করতে বলছি না মুকুল! তবে এখন আমাকে সন্ধান নিতে হবে, দিলীপ সিং মাত্র ত্রিশ হাজার টাকাতেই ঐ মূল্যবান্ জহরতগুলো অমরবাবুর কাছে বিক্রী করতে চাইছিলেন কেন? আমি আজ দিলীপ সিংয়ের ব্যাঙ্কে গেছিলাম। পাঞ্জাব ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ মিশ্রের সাথে আজ কথাবার্ত্তা হ'ল। আমার দৃঢ়

বিশ্বাস হয়েছে যে, দিলীপ সিংয়ের অবস্থাটা এখনো একেবারে ফাঁপা নয়। পাঞ্জাব ব্যাঙ্কে এখনো তাঁর প্রায় লক্ষ টাকা জমা রয়েছে।”

মুকুল একমনে সনতের কথা শুনছিল। সে অবাক হয়ে বলল, “আশ্চর্য্য বটে! তুমি এর ভেতরেই এত খবর সংগ্রহ করেছ! কিন্তু শুনেছিলাম যে রাজপুর রাজবাড়ীর অপহৃত অলঙ্কারগুলোর দাম ছিল এক লক্ষ টাকা। তাই যদি হয়, তবে বাকী জহরতগুলো গেল কোথায়?”

সনৎ বলল, “একবারে সবগুলো জহরত বিক্রী করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে মনে করেই সেগুলো দুবারে বিক্রী করবার ব্যবস্থা হয়েছিল বোধহয়। বাকী জহরতগুলো হয় এখনো দিলীপ সিংয়ের কাছেই আছে, নইলে সেগুলো আগেই বিক্রী করা হয়েছে। তবে মনে হয় যে, সেগুলো এখনও বিক্রী করা হয়নি—তাহ’লে ব্যাঙ্কের মজুদ টাকা হঠাৎ আরো কিছু ফেঁপে উঠত।”

মুকুল জিজ্ঞাসা করল, “দিলীপ সিংয়ের মত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে একাজ করতে পারে, তা একান্ত অসম্ভব মনে হয় না কি?”

সনৎ মৃদু হেসে বলল, “ঠিক তার উল্টো! খুব উঁচুদরের লোক না হ’লে উঁচুদরের চুরি করা সম্ভব নয়। যে কাজ একজন সাধারণের পক্ষে অসম্ভব, তা একজন সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাপন্ন লোকের পক্ষে করা অনেক সহজ—তা সে ভাল কাজই হোক

বা মন্দ কাজই হোক। সেই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রেখো মুকুল! মনে রেখো যে, এই ধরণের সম্ভ্রান্ত লোকের পাল্লায় পড়েই হরদেওএর মত নিরস্ত্র নিরীহ লোক আজ কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে! যাই হোক, এখন আমাকে সন্ধান নিতে হবে কি উপায়ে দিলীপ সিং ঐ জহরতগুলো সংগ্রহ করেছিল!"

সনৎ একটু ভেবে বলল, "আজ রাত্রে গোপনে দিলীপ সিংয়ের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতে যাব।"

মুকুল ভীতভাবে বলল, "কিন্তু ধরা পড়লে অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখেছ?"

সনৎ হেসে বলল, "নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি আমার আছে। তাছাড়া বিপদকে আলিঙ্গন করতে ভয় পেলে কোন রহস্যেরই সমাধান হয় না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, দিলীপ সিংয়ের বাড়ীতে কোন গোপন সূত্র মিলতে পারে। সুতরাং বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও আমায় আজ যেতেই হবে মুকুল!"

মুকুল অবাক হয়ে সনতের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আট

রহস্যের নূতন পরিণতি

বাইরে ভস্ ভস্ করে মোটরের শব্দ হ'ল। সনৎ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুকুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এমন সময়ে আবার আমার কাছে কার আগমন হ'ল মুকুল ?"

সনতের কথা শেষ না হ'তেই ভৃত্য রাখাল ঘরে ঢুকে সনতের হাতে একখানি কার্ড দিয়ে বলল, "এই ভদ্রলোক আপনার সাথে খুব জরুরী দরকারে একবার দেখা করতে চান।"

সনৎ কার্ডখানার ওপর চোখ বুলিয়ে বিস্মিতভাবে বলল, "রাজপুরের দেওয়ান-বাহাদুর ! অতি অদ্ভুত যোগাযোগ !"

তারপর রাখালের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভদ্রলোককে এখানে নিয়ে আয়।"

রাখাল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সনৎ মুকুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "রাজপুরের দেওয়ান-বাহাদুর জগদীশকুমার আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। ব্যাপার কি অনুমান করতে পার ?"

মুকুল মাথা দুলিয়ে বলল, "হয়ত ঐ অপহৃত জহরতগুলো সন্ধানের আশায় এসেছেন !"

সনৎ আনমনে বলল, "না। তিনি জানবেন কি করে জহরতগুলো কে নিয়েছে বা কোথায় আছে ?"

এম্নি সময়ে রাখাল একজন ভদ্রলোককে নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করল। সনৎ উঠে হাতযোড় করে বলল, "নমস্কার দেওয়ান-বাহাদুর! আমার সৌভাগ্য যে আমার বাড়ীতে আপনার মত একজন সম্ভ্রান্ত অতিথির আগমন হয়েছে। বসুন!"

সনতের ইঙ্গিতে দেওয়ান-বাহাদুর একখানি চেয়ারে বসে পড়ে রুমালে মুখ মুছে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই কি সনৎ রায়, প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ্?"

মৃদু হেসে সনৎ বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ! আমার ঐ নামই বটে। আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন, বলুন!"

দেওয়ান-বাহাদুর ইতস্ততঃ করে বললেন, "দেখুন, আমি এখানে এসেছি আপনাকে নিয়ে যেতে। রাজপুরের রাণী-সাহেবার আদেশেই আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এখানে এসেছি।"

সনৎ বলল, "রাণী-সাহেবার আদেশে! আপনার বক্তব্যটা একটু খুলে বলুন দয়া করে।"

সনৎ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেওয়ান-বাহাদুরকে দেখছিল। লোকটা খুব উচ্চ-বংশীয় রাজপুত, তা তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কি তার কিছু ওপরে হ'লেও হ'তে পারে। শরীরের গঠন চমৎকার—প্রশস্ত বুক, শক্তিশালী দেহ, উন্নত ললাট। দেখলেই মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব জেগে ওঠে।

দেওয়ান-বাহাদুর বিষণ্ণভাবে বললেন, "রাজপুরের রাণী-সাহেবা প্রায় দিন-পনের হ'ল এখানে এসেছিলেন—সঙ্গে ছিল

কুমার রূপনারায়ণ! এখানে আসবার ঠিক দু'দিন পরেই কুমার অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হয়েছেন, তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই ক'দিন বহু অনুসন্ধান করেও আমরা তাঁর সন্ধান পাই নি। সুতরাং রাণী-সাহেবা আপনার সাহায্য নিতে চান।"

সনৎ একমনে দেওয়ান-বাহাদুরের কথাগুলো শুনছিল। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা পুলিশে সংবাদ দিয়েছিলেন?"

দেওয়ান-বাহাদুর বললেন, "হ্যাঁ। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তারাও কুমারকে খুঁজে বের করতে পারেনি।"

সনৎ বলল, "চলুন। আমি আপনার সাথে যেতে প্রস্তুত; কিন্তু আমাকে যেতে হবে কোথায়?"

দেওয়ান-বাহাদুর চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, "সার্কুলার রোড, রাজপুর-হাউসে। আমি গাড়ী নিয়ে তৈরী হয়েই এখানে এসেছি।"

সনৎ মুকুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমার সাথে চল মুকুল!"

আধঘণ্টা পর মোটর এসে রাজপুর-হাউসের সামনে দাঁড়াল। দেওয়ান-বাহাদুর দোতালার একখানা সুসজ্জিত ঘরে তাদের বসিয়ে বললেন, "আপনারা একটু বসুন। আমি ভেতরে খবর দিচ্ছি।"

প্রায় মিনিট-পাঁচেক পর দেওয়ান-বাহাদুর এসে ঘরে

প্রবেশ করলেন। তাঁর পেছনে একজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া রাজপুত-মহিলাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সনৎ আর মুকুল উঠে দাঁড়াল।

দেওয়ান-বাহাদুর সনতের পরিচয় দিয়ে বললেন, "রাণী-সাহেবা, ইনিই সেই প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ্ সনৎ রায়।"

সনৎ লক্ষ্য করে দেখল রাণী-সাহেবার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দোহারা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ চেহারা—চোখে একটা সরল এবং অমায়িক চাউনি ; কিন্তু মুখে একটা বিষাদের চিহ্ন।

রাণী-সাহেবা শুষ্কমুখে বললেন, "আপনারা বসুন।"

সনৎ আর মুকুল আবার তাদের আসন গ্রহণ করলে, সনতের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাণী-সাহেবা বললেন, "ভয়ানক একটা বিপদে পড়েই আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছি। অন্য কোনও উপায় না দেখতে পেয়েই আমি আমার দেওয়ান জগদীশকুমারকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।"

সনৎ বলল, "দেওয়ান-বাহাদুরের কাছে ব্যাপারটা কিছু শুনেছি বটে ; কিন্তু ঘটনাটা আগাগোড়া সমস্ত আমাদের কাছে খুলে বলুন! কোন কথা গোপন করবেন না, বা সামান্য ভেবে অবহেলা করবেন না।"

রাণী-সাহেবা ব্যগ্রভাবে বললেন, "শুনেছি আপনি নাকি অসাধ্য সাধন করতে পারেন—তাই এত দুঃখেও আমি আশায় বুক বেঁধে আছি। যেমন করে হোক, আপনি আমার কুমারকে খুঁজে বের করে দিন। টাকার জন্যে আপনি কোন চিন্তা

করবেন না। আমার সব কিছুই আপনাদের দান করব, যদি আমার একমাত্র ছেলেকে আপনারা উদ্ধার করতে পারেন।”

সনৎ শান্ত স্বরে বলল, “ব্যস্ত হবেন না রাণী-সাহেবা! আমি আপনার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি; কিন্তু বিপদে ধৈর্য্য হারালে বিপদ ঘনীভূত হয়, একথা মনে রাখবেন। আমি আপনার পুত্রকে উদ্ধার করতে যথাসাধ্য চেস্টা করব। কিন্তু তার আগে সমস্ত ঘটনাটা আমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার। আপনারা এখানে কবে এসেছিলেন?”

রাণী-সাহেবা উত্তর দিলেন, “প্রায় দিন-পনেরো হবে।”

“রাজপুর থেকে কুমারকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন কেন?”

“এখানে থেকে কুমারের পড়াশুনার একটা বন্দোবস্ত করবার জন্যে।”

“বেশ! কিন্তু রাজপুর থেকে হঠাৎ কুমারের পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে এখানে এলেন কেন? সেখানে কি শিক্ষার যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত নেই?”

“না। সেখানেও শিক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু—”

“কিন্তু কি বলুন?”

“কিন্তু কুমারের পক্ষে এখানকার শিক্ষা উপযুক্ত হবে মনে করেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কলকাতার মত শিক্ষার এবং জ্ঞানের এত বড় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আর আছে কই?”

সনৎ হেসে বলল, "তা বটে! কিন্তু কথাগুলো ঠিক আপনার নিজের বলে বোধ হচ্ছে না। আপনি কি নিজেই ভেবে-চিন্তে এই ব্যবস্থা করেছিলেন?"

"না। দেওয়ান-বাহাদুর কুমারকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি অনেক চিন্তা করেই এই বন্দোবস্ত করেছিলেন।"

দেওয়ান-বাহাদুর বিষণ্ণভাবে বললেন, "হ্যাঁ, আমিই করেছিলাম। কুমারকে আধুনিক শিক্ষায় উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করবার আশাতেই আমি রাণী-সাহেবাকে এই পরামর্শ দিয়েছিলাম; কিন্তু এখন দেখছি, এখানে না এলেই ভাল ছিল।"

সনৎ কিছু চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা, ও-কথা এখন থাক্। রাজা-সাহেব এখনও বর্ত্তমান আছেন?"

দেওয়ান-বাহাদুর বললেন, "না! তিনি বছরখানেক হ'ল দেহত্যাগ করেছেন।"

সনৎ জিজ্ঞাসা করল, "তাহ'লে এখন রাজকার্য্য চালাচ্ছেন কে?"

রাণী-সাহেবা বললেন, "আমি। বর্ত্তমানে আমিই কুমারের অভিভাবিকা হয়ে সব-কিছু দেখাশুনা করছি। কুমারের কুড়ি বছর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত দেওয়ানজির সাহায্যে আমিই রাজকার্য্য চালাব।"

সনৎ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাণী-সাহেবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাদের এমন কোনও নিকট-আত্মীয় আছেন কুমারের অবর্ত্তমানে যাঁরা রাজ্যের দাবী করতে পারেন?"

দেওয়ান বাহাদুর বললেন, "না। কুমারই এই রাজ্যের একমাত্র অধিকারী। স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ থাক্‌লে, আমরাও তাকেই সন্দেহ করতুম মিঃ রায়!"

সনৎ একটু ভেবে রাণী-সাহেবাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, রাজা-সাহেব বা কুমারের কোনও শত্রু ছিল বলতে পারেন?"

দেওয়ান-বাহাদুর দৃঢ়স্বরে বললেন, "না। আমি যতদূর জানি, তাতে রাজা-সাহেব বা কুমারের কোনও শত্রু ছিল না। আমরা সেদিকটাও ভেবে দেখেছি মিঃ রায়!"

সনৎ খানিকক্ষণ চুপ করে কিছু চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা, রাজপুরের রাজবাড়ী থেকে বছরখানেক আগে প্রায় লক্ষ টাকার রত্নালঙ্কার অদ্ভুত ভাবে অদৃশ্য হয়েছিল বলে খবরের কাগজে পড়েছিলাম। সেগুলোর কোনও সন্ধান হয়েছিল?"

দেওয়ান-বাহাদুর বিস্মিত এবং প্রশংসমান দৃষ্টিতে সনতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সেই সংবাদও আপনি রাখেন দেখছি! না, সেগুলোর কোন সন্ধানই এপর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। আসামীর সাজা হয়েছে বটে. কিন্তু পুলিশের শত অত্যাচারেও তার কাছ থেকে এক পয়সার চোরাই মালও উদ্ধার হয়নি। তবে, সেজন্যে আমরা খুব চিন্তিত নই। আপনি কুমারকে উদ্ধার করে দিন বাবুজি! টাকার জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না।"

সনৎ গম্ভীর ভাবে বলল, "আমার পাঁরিশ্রমিকের জন্য কোন চিন্তা নেই দেওয়ান-বাহাদুর! কুমারকে উদ্ধার করবার পর সে বিষয় ভাবা যাবে। কিন্তু আমি যে কুমারকে উদ্ধার করবার

ভার নিয়েছি, এ সংবাদ একান্ত গোপন রাখবেন। তবে একটা কথা আমি এখনও জানতে পারিনি রাণী-সাহেবা! আপনি আমার সংবাদ পেলেন কোথেকে?"

রাণী-সাহেবা একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "আজ সকালে আমি একখানা অদ্ভুত চিঠি পেয়েছি। তাতে পত্রপ্রেরক কুমারকে উদ্ধার করতে হ'লে আপনার সাহায্য নিতে অনুরোধ করেছেন। আপনি হয়ত শুনলে বিস্মিত হবেন যে, চিঠিটার নীচে নাম রয়েছে আর কারও নয়—দস্যু রঘুনাথের। চিঠিটা পাবার পর—কেন জানি না, আমার ধারণা হয়েছে যে, আপনার সাহায্যেই হয়ত কুমার উদ্ধার পাবে। পাছে দুরন্ত দস্যুর নাম শুনে দেওয়ান জগদীশকুমার কোনও আপত্তি করেন, তাই তাঁকেও চিঠির বিষয় আমি কিছুই জানাই নি।"

দেওয়ান-বাহাদুর আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "দস্যু রঘুনাথ! সর্ব্বনাশ! তাহ'লে আমি জোর করে বলব যে কুমারের অদৃশ্য হবার ভেতরেও এই দুর্দ্দান্ত দস্যুর হাত রয়েছে। কুমারকে বন্দী করে মুক্তিপণ আদায় করাই তার উদ্দেশ্য।"

সনৎ দেওয়ান-বাহাদুরের কথায় কান না দিয়ে বিস্মিত ভাবে বলল, "দস্যু রঘুনাথ চিঠি দিয়েছে! কই, সে চিঠি?"

রাণী-সাহেবা ঘর থেকে বেরিয়ে প্রায় মিনিট-পাঁচেক পর আবার ফিরে এলেন। তারপর সনতের হাতে একখানা ছোট চিঠি দিয়ে বললেন, "এই নিন্।"

সনৎ ব্যগ্রভাবে চিঠিখানি হাতে নিল। তাতে লেখা রয়েছে—

নমস্কার রাণী-সাহেবা!

আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং অজ্ঞাত হ'লেও আপনার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। কুমার রূপনারায়ণকে উদ্ধার করতে হ'লে আপনি 'প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ' সনৎ রায়ের সাহায্য নিন। দস্যু বলে আমার এই উপদেশ অবহেলা করবেন না।

—দস্যু রঘুনাথ

সনৎ জিজ্ঞাসা করল, "এই চিঠিখানা আমি নিয়ে যেতে পারি কি?"

রাণী-সাহেবা বিষণ্ণভাবে বললেন, "হাঁ। আপনি অনায়াসে চিঠিখানা নিয়ে যেতে পারেন।"

দেওয়ান-বাহাদুর ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, "এই চিঠিখানা পুলিশের হাতে দেওয়াই সঙ্গত নয় কি? শুনেছি দস্যু রঘুনাথ ডাকাতি করবার আগে সতর্ক করে দিয়ে পত্র লেখে। এই কলকাতা সহরেও নাকি তেমনি একটা বড় ডাকাতি হয়ে গেছে শুনলুম। সুতরাং কে বলতে পারে যে, সে রাজপুর-হাউসে ডাকাতির মতলবে হানা দেবে না? আমার মতে, সময় থাকতেই পুলিশ-কমিশনারকে এই চিঠি দেখিয়ে সাহায্য নেওয়া উচিত।"

সনৎ মৃদু হেসে ভীত দেওয়ান-বাহাদুরকে সান্ত্বনা দিয়ে

বলল, "আপনি অকারণ ভীত হবেন না দেওয়ানজী! দস্যু রঘুনাথ এখানে এসে হানা দেবে না,—নিশ্চিন্ত থাকুন।"

দেওয়ান-বাহাদুর চিন্তিত ভাবে বললেন, "আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। দস্যু রঘুনাথের নাম শুনে আমার ভয় হচ্ছে যে, আবার কোনও নতুন বিপদ না ঘটে!"

সনৎ বিদায় নিয়ে রাজপুর-হাউস থেকে পথে এসে দাঁড়াল। তারপর চিন্তিত ভাবে পথ চলতে চলতে বলল, "অতি অদ্ভুত! অপহৃত জহরতগুলোর সাথে কুমারের অদৃশ্য হবার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা কে জানে?"

নয়

সনতের নৈশ অভিযান

গভীর অন্ধকারময় রাত্রি। ছদ্মবেশী সনৎ ধীরে ধীরে দিলীপ সিংয়ের প্রকাণ্ড প্রাসাদের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। সনতের চেহারা দেখে ইন্‌স্পেক্টর চণ্ডীবাবুও তখন তাকে চিনতে পারতেন না। তাকে দেখলে মনে হ'ত যে, কলকাতার অতি দরিদ্র ভবঘুরেদের ভেতরে সেও একজন।

সনৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রাসাদের দিকে তাকাল। কোন ঘরেই বিন্দুমাত্র আলোর চিহ্ন নেই। সে বুঝল, বাড়ীর সবাই নিদ্রিত।

এমন সময়ে একটু দূরেই একটা পাহারাওলাকে আসতে দেখে, সে অন্ধকারে সামনেই একটা পাঁচিলের আড়ালে আত্ম-গোপন করে দাঁড়াল। পাহারাওলা নিজের মনেই গুন্ গুন্ করে গান করতে করতে তার পাশ কাটিয়ে দূরে চলে গেল। সনৎ পাঁচিলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল; তারপর কোন জনপ্রাণীকে দেখতে না পেয়ে, পাঁচিল টপ্‌কে সামনের প্রকাণ্ড আঙ্গিনা পার হয়ে, গুঁড়ি মেরে প্রাসাদের সামনেই বারান্দার নীচে এসে উপস্থিত হ'ল।

সামনেই কোন ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল। সনৎ কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পকেট থেকে

একটা দড়ি বের করল। দড়িটার এক প্রান্তে কতকগুলো বঁড়শীর মত হুক। সনৎ সেই দড়িটা হাতে নিয়ে কয়েকবার দুলিয়েই, দড়িসমেত হুকগুলো বারান্দার রেলিং লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। খুট্ করে একটা অস্পস্ট শব্দ হ'ল। দড়িটায় টান দিয়ে সে বুঝতে পারল দড়ির আগার হুকগুলো রেলিংয়ের সাথে আট্‌কেছে, খুলে পড়বার ভয় নেই।

সনৎ নিঃশব্দে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে যখন বুঝল যে, সেই অস্ফুট শব্দ বাড়ীর কারো কর্ণগোচর হয়নি, তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে দড়ি ধরে ওপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করল।

দু'দিন আগে এই দিলীপ সিংয়ের প্রাসাদেই সে একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে প্রবেশ করেছিল। আর সেই বাড়ীতেই আজ তাকে গোপনে চোরের মত প্রবেশ করতে হচ্ছে ভেবে সনতের হাসি এলো!

ওপরের বারান্দায় পৌঁছেই সনৎ রেলিং থেকে হুকগুলো খুলে দড়িটা তার পকেটে পূরল। বারান্দার সামনেই ঘরটার দরজা খোলা। সে সাবধানে সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরটাতে ঢুকে সে পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ্চ বের করল। তারপর কারো সাড়াশব্দ না পেয়ে সে হাতের টর্চ্চটা জ্বেলে দেখতে পেলো যে, দিলীপ সিংয়ের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করে সেদিন সে এই ঘরেই শয়ন করেছিল। সেই ঘর পেরিয়ে সে তেতলায় দিলীপ সিংয়ের ঘর লক্ষ্য করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো।

সামনের দুখানা ঘর পার হয়েই ডান দিকে দিলীপ সিংয়ের শয়ন-ঘর। সেদিকে এগুতে কোথায় একটা অস্ফুট কথাবার্ত্তার শব্দ শুনে সনৎ থমকে দাঁড়াল। তারপর সেই চাপা কথাবার্ত্তার শব্দ লক্ষ্য করে সে দিলীপ সিংয়ের শয়ন-কক্ষের আগের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল। কান পেতে বোঝা গেল যে, ঘরের ভেতরে কয়েকজন লোক মৃদুস্বরে কোন আলোচনা করছে।

সনৎ দরজাটা আস্তে ঠেলে বুঝল, সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। সনৎ ভাবল এত গভীর রাতেও বাড়ীর কয়েকজন লোক জেগে আছে কেন? এই গভীর রাতে এরা কিসের আলোচনা করছে? দিলীপ সিংও কি এর ভেতরে আছে?

কৌতূহলী সনৎ আর কোনও উপায় না দেখে ভেতরের বারান্দার রেলিং টপ্‌কে কার্ণিসে ভর করে দাঁড়াল। তারপর পা টিপে-টিপে অতি সাবধানে ঘরের পেছন দিকে এলো। তেতলার কার্ণিশ থেকে একবার পা ফস্‌কে গেলে যে তার দেহের চিহ্নমাত্র থাকবে না, এই আশঙ্কা তখন সনতের মনে স্থান পেলো না।

জানলার সামনে দাঁড়াতেই কারও উত্তেজিত স্বর তার কানে এলোঃ "তুমি অত্যন্ত মূর্খের মত কাজ করেছ দিলীপ সিং! রঘুনাথের ভয়ে তুমি পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করতে গিয়েছিলে কেন? তুমি কি জান না যে আমাদের কাজে পুলিশের সংশ্রব একেবারেই ত্যাগ করা মঙ্গল?

কিছুমাত্র বিবেচনা না করে তুমি ইন্‌স্পেক্টর চণ্ডীবাবুকে

তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে বসলে! তারপর জহরতগুলো ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে তুমি 'প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ' সনৎ রায়ের কাছে গিয়ে হাজির হ'লে! আশ্চর্য্য তোমার বুদ্ধি!"

দিলীপ সিং উত্তর দিল, "কিন্তু এছাড়া আমি জহরতগুলো উদ্ধার করবার আর কোনও পথ খুঁজে পাইনি।"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর এলো, "মূর্খ! নিজে যখন একদল সশস্ত্র প্রহরী নিয়েও জহরতগুলো রক্ষা করতে পারনি, তখন তুমি অন্যের সাহায্য গ্রহণ করেছিলে কোন্ সাহসে? জহরতগুলোর সম্বন্ধে তোমার নীরব থাকাই উচিত ছিল।"

দিলীপ সিং বলল, "কিন্তু আমি তখন দস্যু রঘুনাথকে শায়েস্তা করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম।"

বিদ্রূপের স্বরে উত্তর এলো, "দস্যু রঘুনাথকে শায়েস্তা করবে কে? তোমার ঐ মুর্খ আত্মম্ভরী পুলিশের দল—না তোমার ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশু সনৎ রায়? রঘুনাথের সম্বন্ধে তোমার কিছু-মাত্র ধারণা থাকলেও এমন মূর্খতা তুমি প্রকাশ করে বিপদের মাঝে ঝাঁপ দিতে না দিলীপ সিং! দস্যু রঘুনাথ কেন যে আমাদের পেছনে লেগেছে, সেকথা ভুলে যাওনি নিশ্চয়?"

দিলীপ সিং বলল, "না সেকথা ভুলিনি। আর ভুলিনি বলেই ত আমি এত অস্থির হয়ে পড়েছি। হতভাগা কোথাকার এক ডাকাত, আমাদের ব্যাপারে তার এত মাথাব্যথা কেন? তার এত দরদই বা কেন?"

গম্ভীর অপরিচিত কণ্ঠে ভেসে এলো: "সেজন্য তোমাদের

কাউকেই ভাবতে হবে না। সেই ডাকাতটাকে শায়েস্তা করব আমি নিজে; কিন্তু সে সময় এখনও আসেনি বলেই আমি সাগ্রহে সেই শুভদিনের অপেক্ষা করছি। আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাকে আমি অতি নিষ্ঠুরভাবে চূর্ণ করব।"

সনৎ ধীরে ধীরে মাথা তুলে জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে তাকাল। ঘরের ভেতরে তিনজন লোক। দিলীপ সিং, তার সেক্রেটারী রণজিতপ্রসাদ এবং আর একজন অপরিচিত ব্যক্তি। লোকটা জানলার দিকে ফিরে বসেছিল বলে সনৎ তার মুখ দেখতে পেলো না। কিন্তু সে বুঝল যে, লোকটা যেই হোক, দিলীপ সিংয়ের মত লোকও তার হাতে খেলার পুতুল! কোনও গোপন ষড়যন্ত্রের এই ব্যক্তিই হচ্ছে আসল পাণ্ডা।

সেক্রেটারী রণজিতপ্রসাদ বলল, "কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর চণ্ডীবাবু আর গোয়েন্দা সনৎ রায়ের একটা ভাল ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত দস্যু রঘুনাথকে ধ্বংস করা এখন কঠিন মনে হচ্ছে।"

উত্তর এলো: "হ্যাঁ। সেকথা আমিও ভেবেছি। সনৎ রায় আর ইন্‌স্পেক্টর চণ্ডীবাবুকে আমাদের পথ থেকে অতি শীঘ্রই সরাতে হবে। অনধিকার-চর্চ্চার স্বাদ তারা অতি উত্তমরূপেই অনুভব করবে। তারপর ব্যবস্থা হবে রঘুনাথের।"

রণজিতপ্রসাদ বলল, "ক্ষুদে ডিটেক্‌টিভ সনৎ রায়কেই সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক বলে আমার মনে হয়। সেদিন সে এখানে এসে আমাকে নানারকম প্রশ্ন আরম্ভ করেছিল।

তাতেই আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে যে, সে কোনও উপায়ে আমাদের গুপ্ত-কাহিনী জানতে পেরেছে।"

জবাব এলো ঃ "তার উপযুক্ত ব্যবস্থা শীঘ্রই হবে। কিন্তু তার আগে গম্ভীর সিং আর সেদিনের সেই বাচ্চা গোয়েন্দা, এই দুটো ধাড়ী বদমায়েসকে রত্নগিরিতে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

গম্ভীর সিংয়ের কথাটা আমি আজও ভুলতে পারিনি। একটু লেখাপড়া জানে কিনা! তাই ছেলের জন্য ক্ষেপে গিয়ে একেবারে লাটসাহেবের কাছে পর্য্যন্ত আবেদন-নিবেদন পাঠিয়েছিল। ভাগ্যিস্, তখন জজটা ছিল আমাদের হাত-ধরা! তা নইলে কুমারের কৃপায় তো চাকা ঘুরে যেত তক্ষুনি! এইবার বাছাধনদের সব ক'টারই একসাথে ব্যবস্থা করা যাবে।

রত্নগিরিতে যাক্ না, তারপর সেখানে এক সঙ্গেই সকলের ভব-যন্ত্রণা লাঘব করা হবে। চণ্ডী আর সনৎকেও এর মাঝে ফাঁদে ফেলা চাই। তারপর সুরু হবে দস্যু রঘুনাথ-বধ।"

সামনের প্রকাণ্ড ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। অপরিচিত লোকটা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার আর সময় নেই, আমি চললুম। আশা করি, আমার উপদেশমত কাজ করতে তোমরা কেউ অবহেলা করবে না।"

লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পর সনৎ দেখতে পেলো সে অতি সতর্কভাবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে অদৃশ্য হ'ল। দূরে একটা পথচারী কুকুর ঘেউ ঘেউ রবে চীৎকার করে উঠল। তারপর—সব চুপ!

দশ

সনতের বিপদ

তাদের আলোচনা শেষ হ'তেই সনৎ সেখান থেকে ফিরে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। দিলীপ সিং বা রণজিতপ্রসাদকে কোথাও দেখতে না পেয়ে, সে দিলীপ সিংয়ের শয়ন-কক্ষের সামনে এসে হাজির হ'ল। দিলীপ সিং হয়ত সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিকে এগিয়ে দিতে গেছে, সুতরাং তার ফিরতে দেরী আছে ভেবে সে দিলীপ সিংয়ের ঘরে প্রবেশ করল।

সে কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ঘরের ডানদিকে একটা প্রকাণ্ড মেহগনী-টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। টেবিলটার সামনেই একটা বড় লোহার সিন্দুক। পাশেই একটা নতুন আলমারী। দুদিন আগে সেই আলমারীটার ভেতর থেকেই রঘুনাথ বেরিয়ে এসে অদ্ভুত কৌশলে জহরতগুলো অপহরণ করে অদৃশ্য হয়েছিল।

সনৎ টেবিলের কাগজপত্র তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখল, কোন একটা রহস্যময় সূত্র যদি পাওয়া যায়! কিন্তু বিফল হয়ে সে খানিকটা মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল। এমন সময়ে সে একটা খোলা চিঠি দেখে সেটা তুলে নিল।

খুব পুরু এবং গোলাপী রংয়ের একটা দামী কাগজে

চিঠিখানা লেখা। সনৎ বুঝল যে, ধনবান্ ও বিলাসী লোক ছাড়া সাধারণ লোক সে কাগজ ব্যবহার করতে পারে না।

চিঠিটা পড়ে সনতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাতে লেখা রয়েছে—

রাজপুর

প্রতাপসিংজী সমীপেষু—

প্রতিশ্রুতিমত প্রায় এক লক্ষ টাকার জহরৎ পাঠাচ্ছি। কোন একটা ছল করে হামিরকে আমি আজই অন্যত্র পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছি। সে যেন ২।৪ দিনের ভিতর ফিরতে না পারে, আমার সেরকম ব্যবস্থাও রয়েছে। এর মাঝে ঘটনাটা প্রকাশ হয়ে পড়বে নিশ্চয়ই, আর অনুপস্থিতির সুযোগে হামিরকে সন্দেহ-বশে গ্রেপ্তার করাও কঠিন হবে না।

আমার কাজ আমি সবই করলুম। এখন তোমার কাজ তুমি সাবধানে করে যাও। মনে রেখো, এগুলো খুবই গোপনে বিক্রী করতে হবে। অমর সেনের ফার্ম থেকে তুমি বহু টাকার অলঙ্কার ক্রয় করেছ। কাজেই অর্থের অভাব প্রকাশ করে, তুমি তার কাছেই এগুলো বিক্রী করো। কিন্তু এই বিক্রীর ব্যাপারটা কয়েক মাস চেপে যাওয়া ভাল। এর মাঝে তোমার সেক্রেটারী রণজিতপ্রসাদকে একবার এখানে পাঠিয়ে, তাঁর আত্মীয় জজ-সাহেবটিকে একটু হাত করতে হবে—যেন হামিরের বিচারে কোন গোলযোগ না হয়।

আর এক কথা। জহরতগুলো কোন ব্যাঙ্কে রেখো না। অর্দ্ধেকটা কোথায়ও সরিয়ে রেখে বাকী অর্দ্ধেক তোমার কাছে রাখতে পার। বেশী কিছু আর লেখার নেই—প্রীতি নিও। জহরতগুলো এখনই বিক্রী করে, সেই টাকা ব্যাঙ্কে রাখতে গেলে টাকার অঙ্ক হঠাৎ খুব বড়

দেখাবে, ও তা খুব সন্দেহের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই নিষেধ করছি, এখনি বিক্রী করোনা।

আমাদের পরস্পরের দেনা-পাওনা পরে মিটালেই চলবে। ইতি—**কুমার রামনারায়ণ**

সনৎ চিঠিটা পকেটে রেখে আলমারীটার কাছে এগিয়ে এলো। সুবৃহৎ অতি সুন্দর আলমারী। রঘুনাথ এই নিরাপদ দুর্গে বাস্কবন্দী হয়ে, কি অদ্ভুত উপায়ে জহরতগুলো অপহরণ করে নিয়ে গেল, সনৎ একমনে কেবল সেই কথাই ভাবতে লাগল! কিন্তু সেখানে বেশী সময় নষ্ট করারও উপায় ছিল না। কাজ শেষ হ'লেই দিলীপ সিং তার ঘরে এসে উপস্থিত হবে সন্দেহ নেই।

সনৎ ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছে, কিন্তু ফিরে দাঁড়াতেই চমকে উঠল। সে দেখল অন্ধকারে মূর্ত্তিমান্ শয়তানের মত দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং দিলীপ সিং! চোখে তার ক্রুদ্ধ ও ভীত দৃষ্টি, হাতে একটা তীক্ষ্ণধার কৃপাণ!

কখন যে দিলীপ সিং নিঃশব্দে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, সনৎ তার কিছুই জানতে পারেনি!

সনৎকে ফিরতে দেখেই দিলীপ সিং বিদ্রূপের স্বরে বলল, "দয়া করে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক অপরিচিত বন্ধু! আমার আদেশ অবহেলা করলে মুহূর্ত্তমধ্যে তোমাকে পরলোকের পথে যাত্রা করতে হবে। এখন বল ত বন্ধু, আমার ঘরে এই অন্ধকার রাত্রে তুমি প্রবেশ করেছ কেন? কি তোমার উদ্দেশ্য?"

সনৎকে নিরুত্তর দেখে দিলীপ সিং বলল, "তোমার আজ দুর্ভাগ্য যে তুমি আমার ওপরে বাহাদুরি করতে এসেছিলে!"

দিলীপ সিং সনতের শার্টটা খপ্ করে চেপে ধরে, আর তীক্ষ্ণধার কৃপাণের অগ্রভাগ তার বুকে ঠেকিয়ে ইঙ্গিতে পেছনের একটা দরজা দেখিয়ে দিয়ে কঠিন কণ্ঠে বলল, "তোমার পেছনের ঐ দরজার দিকে লক্ষ্মীছেলের মত অগ্রসর হও। তোমার বিষয়ে আমি একটু পরে চিন্তা করে স্থির করব। কিন্তু তুমি কে এবং কতক্ষণ থেকে এই বাড়ীতে প্রবেশ করেছ, তা আগে ভালভাবে জানা দরকার।"

সনৎ দিলীপ সিংয়ের আদেশমত সেই ঘরে ঢুকতেই দিলীপ সিংও তার পেছনে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঘরের ভেতরে একটা অতি মৃদু আলো। দিলীপ সিং ঘরে ঢুকেই গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক্‌ল, "রাঘব!"

সনৎ ভাবল, দিলীপ সিং বুঝি তার কোনও ভৃত্যকে আহ্বান করছে! কিন্তু দিলীপ সিংয়ের ডাক শুনেই কিছুদূরে ঘরের একটা অন্ধকার কোণ থেকে নেকড়ে বাঘের মত একটা চতুষ্পদ জন্তু দৌড়ে এসে দিলীপ সিংয়ের সম্মুখে দাঁড়াল।

সেটা সামনে এসে দাঁড়াতেই সনৎ বুঝতে পারল যে, সে একটা প্রকাণ্ড নেকড়ে কুকুর। ঐ জাতীয় বলিষ্ঠ আর ভয়ানক কুকুর সনৎ এর আগে আর কোনদিন দেখেনি। সে তার রক্তবর্ণ হিংস্র চক্ষু তুলে আদেশের অপেক্ষায় দিলীপ সিংয়ের দিকে তাকাল। সনৎ আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইল।

দিলীপ সিং কঠিন স্বরে বলল, "তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ

বন্ধু, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত ঠিক ঐখানেই দাঁড়িয়ে থেকো। ওখান থেকে এক পাও নড়বার চেস্টা করলে তার ফল তোমার পক্ষে অতি ভীষণ হবে। আমি কিছুক্ষণ পরেই এখানে ফিরে আসব। তারপর তোমার ব্যবস্থা চিন্তা করে স্থির করব। রাঘব, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুই এর পাহারায় থাক্।"

দিলীপ সিং একবার কুকুরের মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে ঘর হতে বেরিয়ে, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করল। সনৎ তার পায়ের শব্দে বুঝল যে, দিলীপ সিং সেখান থেকে চলে গেল।

নিরুপায় হয়ে সনৎ কুকুরটার দিকে তাকাল। সেটা তখনও তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সেখান থেকে একটু নড়লেই কুকুরটা তাকে নিঃসন্দেহে আক্রমণ করবে।

সনৎ শিস্ দিতে দিতে কুকুরটার দিকে কয়েক পা অগ্রসর হ'তেই সেটা একটা হিংস্র হুঙ্কার দিয়ে সনতের দিকে দু'পা এগিয়ে এলো। সনৎ তৎক্ষণাৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পালাবার কোনও উপায় দেখতে না পেয়ে সনৎ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা তার বার-বার মনে হ'তে লাগল। তার মনে হ'ল, মুকুল তাকে কতবার বলেছিল, 'রিভলভারটা নিয়ে যাও সনৎ দা!' কিন্তু সনৎ তা গ্রাহ্য করেনি। সে তখন বলেছিল, 'দূর্ বোকা! একটা ভবঘুরে নগণ্য লোকের কাছে রিভলভার থাকবে কি? সেটা লুকোবই বা কেমন করে? না, না,—আমি তো কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা

বাধাতে যাচ্ছি না,—ওর বাড়ীর ভেতরটা একবার উঁকি মেরে দেখে আসব মাত্র!'

কিন্তু মুকুলের কথা না শুনেই তার এখন এমন বিপদ! সে হতাশভাবে ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ ঘরের দেয়ালে একটা জিনিষ দেখেই সে চমকে উঠল। সে দেখতে পেলো, সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে হাত-পাঁচেক দূরেই দেয়ালের গায়ে ঝুলছে একটা তীক্ষ্ণধার গুপ্তি।

এমন দারুণ বিপদে একটা অবলম্বন দেখতে পেয়ে সনৎ আনন্দিত হ'ল। সে অতি ধীরে একটু একটু করে সেদিকে এগুতে লাগ্‌ল কুকুরটার দিকে অতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে। গুপ্তিটার কাছ থেকে হাত-দুয়েক দূরে থাকতেই সে হঠাৎ একলাফে গুপ্তিটা দেয়াল থেকে খুলে তার হাতে নিল।

সনৎকে স্থান ত্যাগ করতে দেখেই কুকুরটা একটা গম্ভীর হুঙ্কার দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু সনৎ এর জন্যে তৈরী ছিল। কুকুরটা আক্রমণ করে তাকে স্পর্শ করবার আগেই সনৎ তার হাতের গুপ্তিটা আমূল তার গলার ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিল এবং পর-মুহূর্ত্তেই একটা প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানে সে কুকুরের দেহ থেকে সেটি বের করে নিল। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে সেটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল, রক্তের স্রোতে চারদিক লাল হয়ে গেল।

কুকুরের অসাড় দেহটা টেনে নিয়ে সনৎ ঘরের এক অন্ধকার

কোণে রেখে দিল। তারপর গুপ্তিটা হাতে নিয়ে দরজার উল্টোদিকে একটা জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

দরজাটা খোলা থাকলেও তাতে লোহার শিক লাগান ছিল। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখা গেল—দরজার ঠিক নীচেই ছোট একটুখানি বাগান, তারপরেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর সনৎ জানলার কয়েকটা শিক খুলে ফেলল। যথেষ্ট শক্তিশালী হ'লেও, এই দারুণ পরিশ্রমে তার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগ্‌ল। কিন্তু এতটুকু সময়ও তখন নষ্ট করবার উপায় নেই। দিলীপ সিং ফিরে এলে হয়ত তার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

সনৎ তার পকেট থেকে সেই হুক-সংযুক্ত দড়িটা বের করে অন্যান্য শিকগুলোর সাথে লাগাল। তারপর জানলা টপ্‌কে বাইরের কার্ণিশে পা দিতেই ঘরের বাইরে একটা ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল।

সনৎ বুঝতে পারল যে, দিলীপ সিং ফিরে এসেছে। সে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে দড়িটার সাহায্যে নীচে নেমে এলো। তারপর অদ্ভুত কৌশলে জানলার শিকগুলো থেকে দড়িটা খুলে নিয়েই বাগানের ভেতর দিয়ে দৌড়ে পথের দিকে অগ্রসর হ'ল।

ঘরের ভেতরে দিলীপ সিংয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর কাণে এলো, "রাঘব! তুই কোথায়? হতভাগা চোরটাই বা কোথায়?"

পরক্ষণেই একটা গর্জ্জন করে দিলীপ সিং জানলার কাছে এসে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাগানের দিকে তাকাল। মুহূর্ত্তমাত্র কি ভেবেই দিলীপ সিং আবার অদৃশ্য হ'ল।

এগারো

দিলীপ সিং কে ?

পরদিন সকালে উঠেই মুকুল সনতের খোঁজে চারদিক ঘুরে অবশেষে তার সখের লাইব্রেরীতে এসে উপস্থিত হ'ল। সে তাকিয়ে দেখতে পেলো—সনৎ একটা ইজিচেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে, চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে।

মুকুল ঘরে ঢুকতেই সনৎ চোখ মেলে তাকাল। তারপর মৃদু হেসে বলল, "সুপ্রভাত মুকুল !"

মুকুল বলল, "কি খবর সনৎ দা ? তুমি দিলীপ সিংয়ের বাড়ীতে হানা দিয়েছিলে, কিন্তু সেখান থেকে ফিরলে কখন ? আর তোমার ঐ নৈশ-অভিযানের ফলটাই বা কি হ'ল ?"

সনৎ ক্লান্তহাসি হেসে বলল, "এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করা তোমার পক্ষে সম্ভব হ'লেও, সেগুলোর উত্তর একসঙ্গে দেওয়া খুবই শক্ত। তবে সংক্ষেপে বলছি শোন :

কাল রাতে দিলীপ সিংয়ের বাড়ীতে গোপন-অভিযান করে অতি বিস্ময়কর ফললাভ হয়েছে। তবে একথাও সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, বহুকষ্টে সেখান থেকে আমি পুনর্জ্জীবন লাভ করে ফিরে এসেছি। তারপর আমি যখন ফিরে এসে এই ইজিচেয়ারটাতে বসলাম, রাত তখন সাড়ে তিনটা।"

"পেছনের ঐ দরজার দিকে লক্ষ্মীছেলের
মত অগ্রসর হও।" পৃঃ—৭৬

এই বলে সে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করে খানিকটা দম্ নিয়ে দিলীপ সিংয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করার পর থেকে যা-যা ঘটেছিল, সব-কিছুই মুকুলকে খুলে বলল। তারপর দিলীপ সিংয়ের টেবিলের ওপর সংগৃহীত সেই চিঠিটা মুকুলকে দিয়ে বলল, "এটা পড়ে দেখ মুকুল !"

চিঠিটা মুকুলের পড়া হ'লে সনৎ বলল, "এখন জানতে হবে কে এই কুমার রামনারায়ণ, যে এই দিলীপ সিংকেও তার ইচ্ছামত পরিচালিত করছে !"

মুকুল বলল, "সে রাজা-সাহেবের কোনও ঘনিষ্ঠতম নিকট-আত্মীয় হবে।"

সনৎ মাথা নেড়ে বলল, "না, কেবল তাই নয়। তাহ'লে সে 'কুমার' শব্দটা লিখত না মনে রেখো।"

মুকুল বলল, "তাহ'লে সে হয়ত রাজা-সাহেবের অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান অথবা রূপনারায়ণেরই সহোদর ভাই।"

সনৎ বলল, "তোমার মস্তক ! তুমি কি ভুলে গেলে যে রাজা-সাহেবের একটিমাত্র স্ত্রী এবং কুমার রূপনারায়ণও তাঁর একমাত্র পুত্র ?"

মুকুল মাথা চুলকে বলল, "তাও বটে ! তবে কি বল তুমি ? কে এই কুমার রামনারায়ণ ?"

সনৎ আনমনে বলল, "সেইটেই আমায় খুঁজে বের করতে হবে, কে এই সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের নায়ক কুমার রামনারায়ণ ! আর একটা কথা আমি তোমায় বলতে ভুলে গেছি মুকুল !

কাল রাত্রে দিলীপ সিংয়ের ঘর থেকে যে অস্ত্রখানা আমি নিয়ে এসেছি, সেটা থেকে আমি আর-এক কথা জানতে পেরেছি। চিঠিতে উদ্দিষ্ট এই প্রতাপ সিং আর কেউ নয়, সে নিশ্চয়ই স্বয়ং দিলীপ সিং। ঐটাই হয়ত তার আসল নাম। ওর হাতলে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা আছে কি জান? লেখা আছে, 'প্রতাপ সিং—রাজপুর'!"

মুকুল আশ্চর্য্য হয়ে, খানিকক্ষণ নীরব থেকে, পরে জিজ্ঞাসা করল, "প্রতাপ সিংই যদি দিলীপ সিংয়ের আসল নাম হয়, তবে এখানে এই ছদ্মনাম ধারণ করবার কারণ?"

সনৎ বলল, "সেও হয়ত এই রহস্যের একটা প্রধান অঙ্গ। এই লুকোচুরির কারণটুকু জানতে পারলে এর রহস্যভেদ অনেকটা সহজ হ'ত।"

খানিক পরে, চা খেয়ে সনৎ সোজা থানায় এসে ইন্‌স্পেক্টর চণ্ডীবাবুর সাথে দেখা করবার জন্যে তাঁর খাস-কামরায় প্রবেশ করল। সনতের দিকে চোখ তুলে চণ্ডীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার খবর কি সনৎ? নূতন কোনও সন্ধান পেলে?"

সনৎ বলল, "না, তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি; তবে সূত্র কিছু কিছু মিল্‌ছে বটে। কিন্তু আমি যে এখানে এসেছি, সে হচ্ছে কেবল আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য। দয়া করে আমার সাথে চলুন।"

চণ্ডীবাবু সনতের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সনৎ বলল, "জুয়েলার অমরবাবুর ফার্মে যেতে হবে, হাত-কড়ি শুদ্ধ কয়েকটি কনষ্টেবল সাথে নিন। গ্রেপ্তার না করলেও হয়ত গ্রেপ্তারের ভড়ং করতে হবে।"

প্রায় দশ মিনিট পর সনৎ ও চণ্ডীবাবুকে নিয়ে পুলিশের গাড়ী অমরবাবুর ফার্মের সামনে এসে দাঁড়াল।

অমরবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁদের অভ্যর্থনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "অপহৃত জহরতগুলোর কোন সন্ধান পেয়েছেন ?"

সনৎ বলল, "সে কথার উত্তর দেওয়া এখন অসম্ভব। তবে মোট জহরতগুলোর কিছু অংশ হয়ত বা আবিষ্কৃত হ'তেও পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আপনার সাহায্য চাই অমরবাবু!"

অমরবাবু সাগ্রহে বললেন, "নিশ্চয়ই। সাহায্য করব বৈ কি! কি করতে হবে বলুন।"

সনৎ বলল, "তাহ'লে দয়া করে আপনার সব ক'টা লোহার সিন্ধুক একে একে খুলে দেখান ত মিঃ সেন!"

অমরবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন! তিনি বিব্রত ভাবে বললেন, "এ আপনি বলছেন কি সনৎবাবু?"

"ঠিক্ই বলছি। রাজপুর-প্যালেস থেকে যে লক্ষ টাকার জহরত চুরি হয়েছিল, তার অদ্ধেকটা নিয়ে গেছে দস্যু রঘুনাথ, আর বাকি অর্দ্ধেকটা গচ্ছিত আছে আপনার কাছে। সেই জিনিষটা এই মুহূর্ত্তে বার করে দিন। নইলে চণ্ডীবাবু আপনাকে সসম্মানে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।"

অমর সেনের মুখের ওপর কে যেন একগাদা ছাই ঢেলে

দিল! যাহোক্, পরক্ষণেই তিনি সংযত ভাবে বললেন, "বেশ, আসুন তাহ'লে, আমি সবই বার করে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন, সে জহরতগুলো অপরের গচ্ছিত জিনিষ।"

"হাঁ, তা জানি। কিন্তু তবু তা চোরাই মাল।"

অমরবাবু বুঝলেন যে, বাদ-প্রতিবাদ করা নিস্ফল। তিনি দেয়ালের একটা গুপ্ত সিন্ধুক থেকে ছোট একটা চামড়ার ব্যাগ বার করলেন। সেটি সনতের হাতে দিয়ে বললেন, "এরই ভেতরে সেই জহরতগুলো রয়েছে।"

সনৎ চামড়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে সেটা খুলে ফেলল। তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কয়েকটা জহরত হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে, অমরবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি ত একজন অভিজ্ঞ জহুরী। এর ভেতরে কোনটা জাল নেই ত?"

সনৎ এইবার চণ্ডীবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই জহরতগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি চণ্ডীবাবু! কা'ল সকালেই আমি এগুলো থানায় আপনার কাছে পৌঁছে দেব। জহরতগুলোর জন্যে আপনি আমার জামীন রইলেন।"

সনৎ ঘর থেকে বেরিয়ে অমরবাবুর ফার্মের বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তারপর একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বলল, "সার্কুলার রোডে রাজপুর-হাউস। জল্‌দি!"

বারো

কুমার রামনারায়ণ

রাজপুর-হাউসে পৌঁছে সনৎ ভেতরে খবর পাঠাল।

ড্রয়িংরুমে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবার পর রাণী-সাহেবা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। সনৎ নমস্কার জানিয়ে মৃদু হেসে বলল, "আপনাকে এমন অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম বলে ক্ষমা করবেন। তবে, আপনাকে আমি বেশীক্ষণ আটকে রাখব না।"

সনৎ চামড়ার ব্যাগটা খুলে বলল, "দেখুন ত এই জহরত-গুলো আপনি চিনতে পারেন কিনা! অবশ্য মূল অলঙ্কার থেকে এগুলো খুলে ফেলা হয়েছে। তাহ'লেও চিনতে কিছু অসুবিধা হবে না। কারণ, এগুলো মোটেই সাধারণ শ্রেণীর জহরত নয়।"

রাণী-সাহেবা গম্ভীরভাবে জহরতগুলো নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন। তারপর একটা রক্তমুখী নীলা হাতে নিয়েই অস্ফুটস্বরে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! এগুলো যে আমারই অলঙ্কারের জহরত! এসব আপনি পেলেন কোথায় বাবুজি?"

সনৎ হেসে বলল, "সে কথার আলোচনা পরে হবে রাণী-সাহেবা! এগুলোই তাহ'লে সেই রাজপুর-প্যালেস থেকে অপহৃত জহরত, কেমন?"

দৃঢ়স্বরে রাণী-সাহেবা বললেন, "হ্যাঁ। আমার জিনিষ আমি চিনতে পারব না? তবে তফাৎ এই যে, অলঙ্কার থেকে জহরত-গুলো খুলে ফেলা হয়েছে; আর এর ভেতরে সবগুলো জহরত নেই।"

সনৎ বলল, "হ্যাঁ! তা আমি জানি। বাকী জহরত-গুলোর আশা হয়ত বা আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। কারণ, দস্যু রঘুনাথ সেগুলো হস্তগত করেছে।"

রাণী-সাহেবা আশঙ্কার স্বরে বললেন, "দস্যু রঘুনাথই কি তাহ'লে রাজবাড়ী থেকে আমার অলঙ্কারগুলো চুরি করেছিল?"

সনৎ বলল, "না সে করেনি। কেন, চুরি যে করেছিল, তার না সাজা হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে। কিন্তু সে ছিল আমাদের রাজ-বাড়ীরই একটি ছোক্‌রা-চাকর। নাম তার হামির। সাজা তার হয়েছে বটে, কিন্তু তবু কেন, জানি না,—আমাদের বিশ্বাস, —সে চোর নয়।"

সনৎ বলল, "তাহ'লে তার সাজা হ'ল কেন?"

রাণী-সাহেবা বললেন, "সেই ত হচ্ছে এক মস্ত সমস্যা। হামির গরীব বটে, কিন্তু সে ভদ্রঘরের ছেলে। তার বাপ ছিল ইস্কুলের মাষ্টার, নাম তার গম্ভীর সিং। সে বুড়ো হয়েছিল, হামিরের রোজগারই ছিল তার একমাত্র ভরসা। কিন্তু ছেলে তার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হ'লে সে যেন রুখে দাঁড়াল!

সে একেবারে লাট-বেলাটের কাছে দরখাস্ত করে ব্যাপারটাকে ভয়ানক ঘোরালো করে তুললে।

আমার হারাণো ছেলে—কুমার রূপনারায়ণও হামিরের নির্দ্দোষিতা বিশ্বাস করত, তাকে বাঁচাবার জন্যে সে-ও প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিচারক হামিরকে চোর সাব্যস্ত করে, কয়েক বছরের জন্য জেলে পাঠিয়ে দিলেন।"

সনৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, বলতে পারেন সেই গম্ভীর সিং এখন কোথায়?"

"দেওয়ানজী বলেছিলেন, তারও নাকি কোন খোঁজ নেই। সে উন্মাদ হয়ে কোথায় চলে গেছে!"

সনৎ বলল, "এ বিষয়ে আপনার দেওয়ান-বাহাদুরের কাছ থেকে হয়ত আরো কোন খবর পাওয়া যেত। তিনি কোথায়? দয়া করে তাঁকে একবার ডেকে পাঠাবেন?"

রাণী-সাহেবা বললেন, "তিনি ত বাড়ীতেই ছিলেন! হয়ত দু'-পাঁচ মিনিটের জন্য কোথায়ও গিয়ে থাকবেন। আপনি বসুন, এখনই দেখা হবে।"

সনৎ বলল, "তা যাক। সেজন্য কোন ব্যস্ততা নেই। কিন্তু আপনাকে আরও কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে রাণী-সাহেবা!"

রাণী-সাহেবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই সনৎ মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, "রাজপুরের দিলীপ সিং বলে কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আপনি চেনেন?"

রাণী-সাহেবা জ্র-কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দিলীপ সিং? না!"

সনৎ জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, প্রতাপ সিং বলে কাউকে?"

রাণী-সাহেবা চমকে উঠে বললেন, "প্রতাপ সিং! এই নাম আপনি কোত্থেকে জানলেন বাবুজি?"

সনৎ বলল, "সে কথা পরে বলছি আপনাকে। আগে আমার কথার উত্তর দিন দয়া করে।"

রাণী-সাহেবা গম্ভীর স্বরে বললেন, "হ্যাঁ! প্রতাপ সিংকে খুব চিনি এবং তাকে জীবনে ভুলব না। সে রাজা-সাহেবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে রাজ্য হস্তগত করবার মতলবে ছিল। রাজার অতি নিকট-আত্মীয় বলে তাকে রাজ-সরকারে খুব উঁচু পদ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক তার প্রতিদান দিয়েছিল অন্য উপায়ে। রাজা-সাহেবকে হত্যা করবার চেষ্টাতেও তার বিবেকে বাধা দেয়নি।"

সনৎ একমনে এসব কথা শুনছিল। সে প্রশ্ন করল, "কিন্তু রাজা-সাহেবকে হত্যা করলে তার লাভটা কি হ'ত একমাত্র ক্ষতি ছাড়া? সে ত আর রাজা-সাহেবের অবর্ত্তমানে কুমারের বদলে সিংহাসন দখল করতে পারত না?"

রাণী-সাহেবা গম্ভীর ভাবে বললেন, "কুমারের পরামর্শেই সে এই জঘন্য কাজে অগ্রসর হয়েছিল। রাজা-সাহেবকে হত্যার ষড়যন্ত্রে কুমারই ছিল প্রধান উদ্যোগী। তবে সে এই কুমার রূপনারায়ণ নয়,—রাজা-সাহেবের পোষ্যপুত্র কুমার রামনারায়ণ।"

সনৎ বিস্মিত ভাবে নিজের মনেই মৃদুস্বরে বলল, "কুমার রামনারায়ণ!" তারপর রাণী-সাহেবার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঘটনাটা আমায় খুলে বলুন দয়া করে। না, আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। মনে রাখবেন যে, কুমার রূপনারায়ণের অদৃশ্য হবার সাথে এই ঘটনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং উদ্ধার করতে হ'লে এসব ব্যাপার আমার জানা দরকার।"

রাণী-সাহেবা বলতে সুরু করলেন: "কুমার রূপনারায়ণ জন্মাবার আগে রাজা-সাহেব তাঁর কোনও পুত্রসন্তান না হওয়ায় একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু বয়সের সাথে সাথে সে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্দ্দান্ত হয়ে ওঠে। রাজ্যের ভবিষ্যৎ. উত্তরাধিকারী ভেবে রাজা-সাহেব তাকে সুপথে আনবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়ে যায়।

সেই পোষ্যপুত্রের বয়স যখন পঁচিশ বৎসর, ঠিক সেই সময়েই অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার পুত্র রূপনারায়ণ জন্মগ্রহণ করে। রামনারায়ণের স্বভাবে সবাই তার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। তাই রূপনারায়ণের আবির্ভাবে সবাই খুব আনন্দিত হ'ল—একমাত্র পোষ্যপুত্র রামনারায়ণ এবং তার অন্তরঙ্গ কয়েক জন বন্ধু ছাড়া। আর তখন থেকেই হ'ল আসল বিপদের সূত্রপাত।

রূপনারায়ণের জন্ম হ'লে নিজের সিংহাসন-প্রাপ্তির আশা সুদূর-পরাহত দেখে, সে মরিয়া হয়ে উঠল। গোপনে তার

ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুর সাথে ষড়যন্ত্র করে সে রাজা-সাহেবকে হত্যা করবার মতলব করল। কারণ, সে জানত যে, রাজা-সাহেবের মৃত্যুর পর আসল কুমার রূপনারায়ণকে সরিয়ে ফেলতে আর অসুবিধে হবে না, এবং সে তাদের অবর্ত্তমানে রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসতে পারবে।

সে তখন বিশ্বাসঘাতক প্রতাপ সিং ও আর-একজন বৃদ্ধ উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীর সহায়তায় তার মতলব সিদ্ধ করবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ ঐ উচ্চপদস্থ বৃদ্ধ রাজ-কর্ম্মচারীর মনে ধর্ম্মভাব জেগে ওঠে; তাই সে রাজা-সাহেবের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তার উদ্দেশ্য এভাবে পণ্ড হয়ে গেলে, রামনারায়ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ বৃদ্ধ রাজ-কর্ম্মচারীকে একদিন গোপনে হত্যা করে,—তারপর পুলিশের ভয়ে রাজ্য থেকে অদৃশ্য হয়।

শাস্তিস্বরূপ প্রতাপ সিং রাজ্য থেকে আগেই নির্ব্বাসিত হয়েছিল; এখন রামনারায়ণও পুলিশের ভয়ে ফেরার হ'লে সকলেই নিশ্চিন্ত হ'ল। আমরাও ভাবলাম, কুমারের হয়ত আর কোনও বিপদ ঘটবে না! কিন্তু এতদিন পর আজকে বুঝতে পারছি কুমারের বিপদ কেটে যায়নি! কেন জানি না, আমার মন বলছে যে, কুমারের এই অন্তর্দ্ধানের মূলে আছে সেই নিরুদ্দিষ্ট পোষ্যপুত্র রামনারায়ণ।"

সনৎ জিজ্ঞাসা করল, "এই ব্যাপার কতদিন আগেকার ঘটনা?"

রাণী-সাহেবা চিন্তা করে বললেন, "প্রায় বছর বারো হবে।"

সনৎ বলল, "রামনারায়ণের বয়স তখন কত ছিল?"

রাণী-সাহেবা বললেন, "সে একটু হিসেব করে বলতে হবে। রামনারায়ণের পঁচিশ বৎসর বয়সের সময় আমার ছেলে রূপনারায়ণের জন্ম হয়। তারপর রূপনারায়ণের বয়স যখন বছর পাঁচেক, সেই সময় এসব ষড়যন্ত্র গজিয়ে ওঠে, আর তার ফলে প্রতাপ সিং হ'ল নির্ব্বাসিত ও রামনারায়ণ হ'ল পলাতক। কাজেই রামনারায়ণের তখনকার বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর।

তারপর আরও বারো বছর কেটে গেছে। আমার ছেলে রূপনারায়ণের বয়স এখন সতেরো, কাজেই রামনারায়ণ থাকলে তার বয়স হ'ত বেয়াল্লিশ।"

সনৎ উঠে বলল, "তাহ'লে আমি এখন চললাম রাণী-সাহেবা! আশা করি, কুমারকে শীগ্‌গিরই উদ্ধার করে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে পারব।"

রাণী-সাহেবা ব্যগ্রভাবে বললেন, "আপনার অসীম দয়া বাবুজি! কুমার উদ্ধার হ'লে আপনি যা চাইবেন, তাই আপনাকে দেব আমি।"

সনৎ মৃদু হেসে বলল, "সে কথা সময়মত চিন্তা করে স্থির করা যাবে। নমস্কার! কুমারের সন্ধান পেলেই আমি আপনাকে খবর দেব। আপনি চিন্তিত হবেন না।"

তেরো

মহাযাত্রা

রাজপুর-হাউস থেকে সনৎ যখন বেরিয়ে এসেছিল, তখন তার মনটা ছিল কত হাল্‌কা ও প্রফুল্ল! কিন্তু বাড়ী পৌঁছেই ভৃত্য রাখালের কাছে সে যা শুনতে পেলো, তাতে তার আর অশান্তির সীমা রইল না।

রাখাল বলল, "একজন সুবেশ তখ্‌মা-আঁটা চাপ্‌রাশী এসে মুকুলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান। মুকুলবাবু তার সাথে কি আলাপ করলেন, তা আমি শুনতে পাইনি; আমি তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলুম। কিন্তু খানিক পরেই তিনি আমায় ডেকে বললেন, 'সনৎ দা ডেকে পাঠিয়েছেন, আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি—ঘরের দোর বন্ধ করে রাখ।'

তার মিনিট দশেক পরেই একটা উড়ে কুলী এসে এই চিঠিখানা দিয়ে গেছে। বলে গেল, 'মুকুলবাবু পাঠিয়েছেন।'"

রাখাল এই বলে টেবিলের ওপর থেকে একখানা চিঠি নিয়ে এসে সনতের হাতে দিলে।

সনৎ দেখল, খুব দামী এন্‌ভেলোপে ও দামী কাগজে চিঠিখানি লেখা; ওপরে তারই নাম। চিঠিতে লেখা রয়েছে ঃ—

গোয়েন্দা সনৎ রায়!—

বড্ড বেশী কৌতূহল দেখাতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছ। কাজেই প্রথমে তোমার সাকরেদ মুকুল বোসকে

সরাতে হ'ল। এর পরও যদি বিরত না হও, তাহ'লে তোমার নিজের জীবনও বিপন্ন হবে, তা ঠিক জেনো। কাজেই যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহ'লে দস্যু রঘুনাথ ও রাজপুর-হাউসের ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামিও না।

—তোমার যম

সনৎ ধপ্ করে একখানি চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর চিঠিখানি হাতে করে একমনে কি সব ভাবতে লাগল!

পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, ক্রমে আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল; কিন্তু সনতের আজ আর ভাবনার বিরাম ছিল না!

রাখাল তার মুখ দেখেই বুঝে নিয়েছিল, একটা-কিছু ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেছে! সে তাকে কোন প্রশ্ন করে, তার চিন্তা-স্রোতে কিছুমাত্র বাধা দিল না,—নীরবে সেখান থেকে সরে গিয়ে চা তৈরী করতে মনোযোগী হ'ল।

চা তৈরী হ'লে, সে খান-কয়েক বিস্কুট ও এক কাপ্ গরম চা এনে সনতের সমুখে টেবিলের ওপর রেখে দিলে। সনৎ মৃদু হেসে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে লাগল।

খাওয়া হয়ে গেলে, সে তার টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে চণ্ডীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে সুরু করল।

চণ্ডীবাবু বললেন, "কি সনৎ! রাজপুর-হাউস থেকে ফিরলে কখন্? জহরতগুলো রাণী-সাহেবাকে দেখালে? কি বললেন তিনি? আবার এরই মাঝে আমায় ডাকাডাকি সুরু করেছ কেন?"

সনৎ বলল, "আপনার এতগুলো প্রশ্নের একটা জবাবও আমি এখন দেব না। আমার কথাটা আগে শুনুন।

সেই সাইকেল-ওয়ালা ছোক্‌রার পিছু নিয়ে ত একদিন শুধু বৃথাই দিনটা কাটিয়েছেন! খানিক দূর গিয়েই ত সেদিন দেখতে পেলেন যে, দু'টো লোক রাস্তা দিয়ে দুটো কলাগাছ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাইতে সাইকেলের চাকার দাগ বেমালুম পুঁছে যাচ্ছে! কিন্তু তবু আপনার কোন সন্দেহ হ'ল না, আপনি লোক দুটোর কোন খোঁজ-খবরই নিলেন না!

তা যাক্, আজকে যেন আর সেরকম বোকা বন্‌বেন না। এখন কাজের কথা শুনুন।—আমার সহকারী মুকুল বোসকে শত্রুপক্ষ চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি তারই খোঁজে বেরুচ্ছি। কোথায় যাব, ঠিক্ নেই। তবে শত্রুপুরীতে গিয়ে যে উপস্থিত হব, এ বিশ্বাসটা খুবই আছে। কাজেই আমাকে যদি চোখে-চোখে রাখতে পারেন, তাহ'লেই হ'ল আজ কেল্লাফতে!

ট্যাক্সিতে বেরুবো—এখনই আমাকে অনুসরণ করবার বন্দোবস্ত করুন। সাথে একদল পুলিশ নেবেন—সবাই সশস্ত্র। কিন্তু পর-পর তিন-চারটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

শত্রুর আস্তানা আজই ঘিরে ফেলা চাই—আজই আমাদের শেষ দিন। আজকে বিফল হ'লে জীবনে আর কোনদিন দ্বিতীয় সুযোগ আসবে না।

পুলিশ নেবেন বটে, কিন্তু সবাই ছদ্মবেশে। উড়ে কুলী, উড়ে ঠাকুর, পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী—এই রকম নানা সাজে বিভক্ত

হয়ে থাকবে। আপনার বা আমার সঙ্কেত পাওয়ামাত্র সবাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে!

আমি ঠিক পনেরো মিনিট পরেই বেরুচ্ছি। আপনি এর মাঝে সব বন্দোবস্ত করে, আমার বাড়ীটার উত্তর ও দক্ষিণ দিকের রাস্তায় আপনার লোকজন মোতায়েন রাখুন। প্রাইভেট্ মোটর ও মোটর-লরী হবে তাদের যান-বাহন।

মনে রাখবেন, পথে সবাই আমরা অপরিচিত। বুঝলেন ত?"

চণ্ডীবাবু বললেন, "হাঁ, হাঁ, বুঝেছি। তোমাকে আর বলতে হবে না। কিন্তু কেবল কাদা-ঘাঁটাই যেন সার না হয়!"

"না, না,—কিচ্ছু ভয় নেই। আজই আমাদের জাল টেনে তুলতে হবে। আচ্ছা, ছেড়ে দিলুম।"

সনৎ এই বলে টেলিফোন ছেড়ে দিলে। তারপর নিজের বেশভূষায় মনোযোগী হ'ল। বলা বাহুল্য, সনৎ আজ তার রিভলভারটি সাথে নিতে ত্রুটী করল না।

বাড়ী থেকে সে যখন বেরিয়েছিল, তখন বেলা প্রায় দুটো। বাড়ীর সামনেই ট্যাক্সির ষ্ট্যাণ্ড্। 'ট্যাক্সি' বলে ডাকতেই এক পাঞ্জাবী ড্রাইভার সকলের আগে গাড়ী নিয়ে ছুটে এলো।

সনৎ বলল, "একটু হাওয়া খেতে যাব; চল যেদিকে খুশী।"

ট্যাক্সি ছুটল—শ্যামবাজার পেরিয়ে বরানগরের দিকে। সনৎ তার মাথাটি পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে, বেশ আরাম করে শুয়ে পড়ল। কিন্তু কখন্ যে সে ঘুমিয়ে পড়ল, সেদিকে তার খেয়ালই রইল না।

চৌদ্দ

শত্রু-হস্তে বন্দী

একটা কাতর গোঙানীর শব্দে সনতের কখন্ চৈতন্য ফিরে এলো! সে ভাবলে, এমন কাতরাচ্ছে কে?

সে একবার দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু দেখবে কি? যে অন্ধকার!

সনৎ ভাবল, "আমি কোথায়?"

সে উঠে বসবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সে বুঝলে, তার হাত ও পা শক্ত দড়ি দিয়ে বেশ করে বাঁধা। হাত দুটো তার পিঠের দিকে মুচড়ে নিয়ে বেঁধেছে।

কিন্তু—কিন্তু—কি এ? এ সকলের মানে কি?

সনৎ ভাবতে লাগল, কেমন করে সে এই অন্ধকার জায়গায় এলো?

ধীরে ধীরে সব-কিছু তার মনে হ'তে লাগল। সকাল বেলা জুয়েলার অমর সেনের বাড়ী, তারপর রাজপুর-হাউস, তারপর বাড়ীতে ফিরে আসা, মুকুলের খবর, সেই চিঠি—তাকে শাসানো, তারপর চণ্ডীবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্ত্তা—তারপর মুকুলের খোঁজে তার বেরিয়ে আসা, পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ট্যাক্সিতে বরানগরের দিকে যাত্রা, পথে নিদ্রাবেশ ও গাঢ় নিদ্রা,—সবই তার মনে হ'ল।

সে ভাবলে, "হাঁ, বিপদ যে হবে, সে তো আমি জানি

আগেই। বিপদ বরণ করেই ত আমি বেরিয়েছিলাম! আমি ঠিকই জানতাম, যারা মুকুলকে চুরি করে নিয়ে গেছে, তারা আমাকেও ফাঁদে ফেলবার জন্য দু-একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ওৎ পেতে বসে আছে। আমি তাদের ফাঁদে পা দেবার জন্যই ত বেরিয়েছিলাম! কিন্তু তা যে এত সহজে ওরা সমাধা করবে, সেকথা একবারও ভাবিনি।

পথে কেউ আক্রমণ করলে না, কেউ ভয় দেখালে না। নিজের রিভলভার যে ব্যবহার করব, তেমন কোন ঘটনাই হ'ল না! পথ-ঘাটেরও কোন লক্ষ্য রাখতে পারলুম না। কেমন সুশৃঙ্খলভাবে এরা আমায় এইখানে নিয়ে এসেছে!"

আবার একটা কাতর গোঙানীর শব্দে তার চিন্তাস্রোত ব্যাহত হ'ল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য, তারপরই অফুরন্ত চিন্তা আবার তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

সনৎ ভাবলে, "আচ্ছা, এত নির্ব্বিঘ্নে এমন একটা কাজ এরা সমাধা করল কেমন করে?—হুঁ, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—না? কিন্তু অমন ঘুম এলো কেন? তবে কি মোটর-গাড়ীর হুডের ভেতরেই ক্লোরোফর্ম্ম বা সেই রকম কোন জিনিষের ব্যবস্থা ছিল?—তা হবে।"

সনৎ তার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে একবার রিভলভারটির খোঁজ করতে সচেষ্ট হ'ল। হাত বাঁধা,—খোঁজ করবে কেমন করে? তবু সে জামাশুদ্ধ মাটিতে খানিকটা গড়িয়ে নিয়ে বুঝলে, পকেট তার খালি,—রিভলভারটি নেই।

তবে ?—তবে কি সে সম্পূর্ণ অসহায় ?

চণ্ডীবাবুকে সে যা উপদেশ দিয়েছিল, সেকথা তার মনে হ'ল। সে ভাবলে, "এখন একমাত্র ভরসা চণ্ডীবাবু। ট্যাক্সিতে উঠবার সময়ও লক্ষ্য করেছিলাম, উড়ে ও মাদ্রাজী কুলীতে ভরপূর দু'খানি লরী তার আগে ও পিছু দাঁড়িয়ে ছিল। তারা নিশ্চয়ই চণ্ডীবাবুর লোক—সশস্ত্র পুলিশ।

কিন্তু আমার ট্যাক্সি চলতে সুরু করলে, তারা আমায় চোখে চোখে রাখতে পেরেছিল কি না, কে জানে ? যদি পেরে থাকে, তাহ'লে হয়ত এই আড্ডার আশে-পাশেই তারা কোথাও লুকিয়ে আছে। আর যদি চোখে-চোখে রাখতে না পেরে থাকে, তাহ'লে ?—তাহ'লে সে অসহায়, একা !"

সনতের চিন্তাস্রোত আবার বয়ে চলল। সে ভাবল, "শত্রু-পুরীতে এসেছি নিশ্চয়ই। কিন্তু মুকুল কোথায় ? আমার সেই হরদেও কোথায় ? আর কুমার রূপনারায়ণকেও যে আমি এইখানেই আশা করেছিলাম ! তারা সব গেল কোথায় ? তবে কি আমি একা এদের বন্দী ? কিন্তু তাহ'লে ঐ গোঙানী শব্দ কার ? কাত্‌রাচ্ছে কে ?"

"তোমার পায়ে পড়ি দাদা, মেরে ফেলো। এমন ভাবে তিলে তিলে আর যে মরতে পারছি না !"

সনৎ চমকে উঠল। ভাব্‌ল, "এ কার গলা ? এ তো মুকুলের কণ্ঠস্বর নয় ! 'দাদা' বলেই বা সম্বোধন করছে কাকে ?"

ঠিক তখনই অন্ধকার ঘরের এক কোণ থেকে একটা টর্চ্চের

আলো জ্বলে উঠল। আলোটা সারা ঘরখানিতে একবার খেলে গেল ; তারপর কাত্‌রাচ্ছিল যে, তার মুখের ওপর খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে তৎক্ষণাৎ নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই টর্চ্চের মালিক কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল, "আর দাদা ফলাতে হবে না রূপনারায়ণ ! আজ সুদীর্ঘকাল আমি যেমন তিলে তিলে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তোকেও তেমনি ভাবে মরতে হবে।

প্রায় সব ক'টাই আমাদের হাতে এসে গেছে। এখন বাকী শুধু সেই গম্ভীর সিং, যার ছেলে হামিরের জন্য তোর বড্ড বেশী দরদ গজিয়ে উঠেছিল ! তুই আমাকেও তখন কম অপমান করিস্ নি !"

কাতর কণ্ঠে ক্ষীণস্বরে আবার কথা ফুটল। সে বললে, "আমি যে তখন বুঝতে পারিনি দাদা ! তোমাকে আমাদের দেওয়ানজি-সাহেব বলেই মনে করেছিলুম। কাজেই একটা কর্ম্মচারীর সঙ্গে যেভাবে কথা কইতে হয়, তেমনি ভাবেই কথা কয়েছি। যদি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারতুম যে, তুমি আমারই দাদা—কুমার রামনারায়ণ,—তাহ'লে তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করে বলছি, আমি কিছুতেই তোমার কথায় জবাব দিতুম না।"

"নে, নে, থাম্। আর ন্যাকামি করতে হবে না উল্লুক ! হামিরের জন্য দরদ দেখিয়েছিলি তুই, তাই তোকে মরতে হবে। তোদের জন্য দরদ দেখিয়েছিল সনৎ রায়, কাজেই তার দলশুদ্ধ তাকেও মরতে হবে। আর ছেলের জন্য দরদ দেখিয়েছিল গম্ভীর সিং,—লাট-বেলাটের কাছে পর্য্যন্ত চিঠি ও

টেলিগ্রামের ছড়াছড়ি করেছিল,—কাজেই তাকেও মরতে হবে। আজ আর কারও ক্ষমা নেই।”

কঠিন কণ্ঠে আবার আগুনের হল্‌কা ফুটে বেরুল। সে বলল, “কেমন করে মরতে হবে জানিস্? তা শুনে নে। শুনছে তো সবাই, কিন্তু আর কাউকে কোন বাদ-প্রতিবাদ করতে হবে না। তাদের মুখে সূতোর বল গুঁজে দিয়ে স্তব্ধ করে দিয়েছি চিরদিনের জন্য।

সনৎটার সে ব্যবস্থা এখনো করিনি বটে, কিন্তু সে এখনো অজ্ঞান। আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই গম্ভীর সিংকে নিয়ে প্রতাপ সিং এলো বলে! তারপর সেটাকেও এই ঘরে পূরে দিয়ে, নির্ব্বাক্ অবস্থায় তোদের সব ক'টাকে এখানে বিলিতী-মাটির খিলানের ভেতর পুঁতে ফেলা হবে।

বাঃ! চমৎকার মৃত্যু! অনাহারে—রুদ্ধঘরে—অন্ধকারে—নির্জ্জনে। ছ'মাসের বাড়ীভাড়া অগ্রিম দেওয়া আছে। কেউ এদিকে আসে না, আসবেও না। পৃথিবীর শেষ দিন পর্য্যন্ত এই ঘরেই কয়েকখানি কঙ্কাল—পাঁচটি কঙ্কাল বর্ত্তমান থেকে তোদের শেষ-নিঃশ্বাসের সাক্ষ্য দেবে।

তুই, গম্ভীর সিং, হরদেও, মুকুল বোস আর সনৎ রায়,—এই পাঁচজনা তখন পাঁচটি কঙ্কালের রূপ নিয়ে এই নরক গুল্‌জার করে বসবাস করবি!”

“না, না,—তা করো না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি। আমি রাজ্য চাই না—”

"আবার চীৎকার!" বলেই সেই কঠিন-কণ্ঠ লোকটি হতভাগার মাথায় একটা লাথি মেরে তাকে নির্ব্বাক করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরখানিতে তার টর্চ্চের আলো আর-একবার বিদ্যুতের মত খেলে গেল।

নিমেষের সেই উজ্জ্বল আলোকেই সনৎ অনেক কিছু দেখে ফেলল; কিন্তু তখনও সে অজ্ঞানের ভাণ করে, তেমনি চুপ করেই পড়ে রইল।

হঠাৎ খুট্ করে একটা শব্দ! তারপর আবার একটা আলোর ঝল্কানি!

সনৎ দেখলে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা লোককে টেনে নিয়ে দুটো লোক সেই ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হ'ল।

সনতের বুঝতে বাকি রইল না, এই সেই গম্ভীর সিং—হামিরের পিতা। আর যে দু'জন লোক তাদের টেনে নিয়ে এলো, সনৎ তাদেরও চিনে ফেললে। তাদের একজন হচ্ছে দিলীপ সিং বা প্রতাপ সিং, আর একজন তার সেক্রেটারী রণজিতপ্রসাদ!

কঠিন-কণ্ঠ প্রৌঢ় এবার চীৎকার করে ডাকল, "রামখেল্!"

"বাবুজি!" বলে একটা একচোখ কাণা বলিষ্ঠ লোক সিঁড়ি বেয়ে, ওপরের ঘরে উঠে এলো।

প্রৌঢ় বলল, "আমরা এখন নীচে যেয়ে বসছি। তুই খুব শীগ্গির তোর জিনিষ-পত্তর—বিলিতী মাটি, বালি আর জল ইত্যাদি নিয়ে আয়। তারপর কি করতে হবে শোন্।

ঘরের সবগুলো দরজা-জানলা বাইরে থেকে বিলিতী মাটি দিয়ে একদম্ এঁটে দিবি—ভেতরে থাকবে কেবল এই পাঁচটা শয়তান। দু'চার মাস পরে ফিরে এসে একবার এদের গলিত কঙ্কাল দেখে, নিজের মনে তৃপ্তিলাভ করব। তারপর কঙ্কাল ক'টা ঐ বাগানের কোণে বা মেজেয় পুঁতে ফেলে গোটা বাড়ীখানার আমূল সংস্কার ও চূণকাম করে ফেলব—দেখে যেন কেউ কোন সন্দেহ করতে না পারে!

কিন্তু তোর কাজ আরম্ভ করতে হবে এখনই,—আধঘণ্টার ভেতরেই,—তা মনে থাকে যেন।"

এই বলে সেই বৃদ্ধ, প্রতাপ সিং ও তার সেক্রেটারীকে নিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। সনৎ বুঝতে পারল, তার এক মিনিটের মধ্যেই রামখেলও দরজায় তালা এঁটে তাদের পিছনে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

তার বুঝতে বাকি রইল না, এইবার হবে তাদের শেষ সমাধি—জ্যান্ত সমাধি! নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে, আতঙ্কে তার সারা দেহে ঘাম ছুটে গেল!

পনেরো

আঁধারে পূর্ণিমা

সনৎ দেখল, রামখেল্ যাচ্ছে আর পাঁচ-দশ মিনিট পর প্রতিবারই হয় কিছু বিলিতী মাটি, নয় এক বাল্‌তি জল,—এমনি কিছু নিয়ে আসছে। হাতে তার একটা কেরোসিনের বাতি।

তৃতীয় বার সে বাতিটাকে ঘরের মাঝে রেখে নীচে নেমে গেল।

সনৎ ভাবল, "আর কতক্ষণ? আর ত কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে,—এই ঘরের দরজা-জানলা চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে! কাজেই চেস্টা যদি কিছু করতে হয়, এখনই করতে হবে।"

সে গড়িয়ে গড়িয়ে আলোটার কাছে এগিয়ে গেল, তারপর তার পিঠটা ফিরিয়ে বাঁধা হাতটা বাতির শিখায় তুলে ধরল।

হাত তার পুড়ে যেতে লাগল, তবু তার হাতের দড়ি যেন কিছুতেই পুড়তে চায় না! যাহোক্, অবিরত চেষ্টায়, অবশেষে তার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল, তার হাতের বাঁধন পুড়ে গেল।

হাতে তার জ্বলন্ত ফোস্কা, তবু তার কত আনন্দ! সে এখন মুক্ত!

সে একবার ভাল করে ঘরখানি তাকিয়ে দেখল। সে বুঝলে—বন্দীরা সবাই দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কারো কথা বলার শক্তি নেই,-তাদের হাত-পাও আবদ্ধ। একমাত্র কুমার রূপ-নারায়ণের হাত-পায়ে কোন বাঁধন নেই। সম্ভবতঃ কুমারকে এইটুকুমাত্র দয়া দেখান হয়েছে!

সনৎ অতি নিম্নস্বরে ডাকল, "কুমার রূপনারায়ণ! ওঠ, সাহস কর। ওদের মুখ থেকে সূতোর বলগুলো খুলে নাও ত! আর ওদের হাতের বাঁধনগুলোও খুলবার চেষ্টা কর। আগে খোল ঐ মুকুলের বাঁধন। তারপর মুকুলই সব ব্যবস্থা করে নেবে।

ভয় পেয়ো না—চেঁচিয়ো না। বাঁচতে আমাদের হবেই।"

হঠাৎ একি কথা! একি সাহসের বাণী! কুমার রূপ-নারায়ণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ ও স্তম্ভিত!

সনৎ আদেশের স্বরে বলল, "ওঠ, যা বলছি শীগ্‌গির কর। আমি এইখানে দরজা আগ্‌লাচ্ছি।"

রাজকুমার রূপনারায়ণের জড়দেহে এবার যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল! মুমূর্ষুর দেহে বুঝি জীবনের স্পন্দন ফুটে উঠল! সে নব উৎসাহে, জীবনের আশায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর নির্ব্বাক্ হয়ে, রুদ্ধনিঃশ্বাসে সে সনতের আদেশ পালন করতে লাগল।

ঘরের বাইরে এই সময় খুট্ করে একটা শব্দ হ'ল। বোঝা গেল, রামখেল্ দরজা খুলে ভেতরে ঢুক্‌ছে।

সনৎ দেখলে, হাত পা বাঁধা অবস্থায়
একটা লোককে……

কপাট ঠেলে সে কেবল ঘরের মধ্যে পা দিয়েছে, এমনি সময় সনতের এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে, সে একটা কাতর চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

"কিরে রামখেল্, ব্যাপার কি?" নীচু থেকে গর্জ্জন করে উঠল সেই প্রৌঢ়—কুমার রামনারায়ণ।

সাড়া না পেয়ে সে ও দিলীপ সিং সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এলো। এবার তারা দু'জনেই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, "রামখেল্! রামখেল্!"

"এই যে রামখেল্!" বলেই সনৎ তার অজ্ঞান দেহটার দু'বগলে হাত দিয়ে, সেটাকে টেনে তুলে ধরে দরজায় দাঁড় করিয়ে দিল, তারপর নিজে তার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল।

"বটে!"

চক্ষুর নিমেষে দু'জনারই হাতের পিস্তল গর্জ্জন করে উঠল, "গুড়ুম্—গুম্!"

কিন্তু সেই তপ্ত গুলি হতভাগা রামখেলের দেহটাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল মাত্র, সনতের দেহ তাতে বিন্দুমাত্র বিদ্ধ হ'ল না।

আবার এক ঝলক জ্বলন্ত গুলি পিস্তল থেকে বেরিয়ে এলো, কিন্তু এবারও তাই! কুমার রামনারায়ণ দেখল, যতই গুলি ছোঁড়া যাক্ না কেন, সে কেবল রামখেল্কেই শতচ্ছিদ্র করে যাবে।

সে এবার ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে মুকুল এক বাল্তি বিলাতী মাটি

তার মাথায় ছুঁড়ে মারল। কুমার রামনারায়ণ সেই প্রচণ্ড আঘাতে আহত হয়ে সিঁড়ি থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

হিংস্র ব্যাঘ্রের মত ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে এগিয়ে এলো দিলীপ সিং। আবার এক ঝলক আগুনের গোলা পিস্তলের নল থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

"হাত তোল দিলীপ সিং!"

আদেশের তীব্র স্বরে দিলীপ সিং সেদিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, পিস্তল হাতে তার বুক লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে আছেন ইন্‌স্পেক্টর চণ্ডীবাবু। তাঁর পেছনে কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল।

দিলীপ সিং পিস্তল ফেলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল।

চণ্ডীবাবু হাঁক্‌লেন, "হাতকড়া লাগাও জমাদার!"

জমাদার হাতকড়া নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে এলো।

দিলীপ সিং মুহূর্ত্তের জন্য একবার চারদিক দেখে নিল। তারপর জমাদারের নাকের ওপর এক প্রচণ্ড ঘুসি মেরে, চক্ষুর পলকে বাড়ীর পেছন দিকে ছুটে পালাল।

"ধর্ ধর্,—আসামী পালাচ্ছে!" চণ্ডীবাবুর কণ্ঠস্বরে চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

হঠাৎ দেখা গেল—এক অভাবনীয় দৃশ্য! পলায়মান দিলীপ সিং আবার পিছু হটে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করছে—আর তার বুক লক্ষ্য করে,—তীক্ষ্ণধার এক লম্বা কৃপাণ হাতে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্‌ছে মুখোশ-আঁটা এক বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় পুরুষ! দিলীপ সিংয়ের বুক ছুঁয়ে আছে সেই কৃপাণের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ।

সাধ্য কি যে, দিলীপ সিং সেই অব্যর্থ লক্ষ্য এড়িয়ে বিন্দুমাত্র এধার-ওধার নড়বে!

ওপর থেকে আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল গম্ভীর সিং,—"ভাই, মেরা ভাই!—মেরা রঘুনাথ ভাই রে!"

রঘুনাথ!—সনৎ ভাবল, "এই কি দস্যু রঘুনাথ? কি অদ্ভুত!"

দস্যু রঘুনাথ বদ্ধ দৃষ্টিতে দিলীপ সিংয়ের দিকে তাকিয়ে থেকেই গম্ভীর স্বরে বলল, "ইন্স্পেক্টর বাবু! আসামীদের হাতকড়া পরান। ডিটেক্টিভ সনৎ রায়, আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনার সাহস দেখে আমি মুগ্ধ ও নতশির। আপনি স্বেচ্ছায় এদের বলি হ'তে এসেছিলেন! আমি একবার আপনাকে আলিঙ্গন করতে চাই সনৎবাবু!"

আসামীরা সকলেই বন্দী হ'ল। সনৎ মহা আনন্দে নীচে নেমে এসে দস্যু রঘুনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

"সনৎ রায়! আপনি এত সাহসী!—" দস্যু রঘুনাথের কণ্ঠ ভাবের আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো।

"দস্যু রঘুনাথ! তুমি এত মহৎ!—" সনৎ আবার তাকে বুকে চেপে ধরল।

ষোল

রহস্যের সমাধান

অনেক-কিছু কথা সনৎ আগেই জানতে পেরেছিল। দিলীপ সিংয়ের বাড়ীতে পাওয়া সেই চিঠি থেকেই অনেক কিছু প্রকাশ হয়েছিল। রাণী-সাহেবার কাছ থেকেও কুমার রামনারায়ণ ও প্রতাপ সিংয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং জানবার বাকি ছিল আর সামান্যই। দস্যু রঘুনাথ সেটুকুও প্রকাশ করে দিয়ে গেছে।

সে বলে গেছে, দৈবাৎ সে এক বনের ভেতর দিয়ে আসবার সময় দেখতে পায় যে, একটা লোক গাছের ডালে কাপড় ঝুলিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করছে।

পরিচয়ে সে জানতে পারল যে, লোকটির নাম গম্ভীর সিং। রাজপুর-রাজবাড়ীর চক্রান্তে—বিশেষভাবে দেওয়ান জগদীশকুমারের কারসাজিতে—তার নির্দোষ ছেলে হামির চুরির মিথ্যা অপবাদে জেলে বাস করছে। ছেলের অপমান ও লাঞ্ছনা আর সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল।

দস্যু রঘুনাথ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে যে, সে এর প্রতিকার করবে। সেই চোরাই মাল—জহরতগুলো কোথায় আছে, তা সে জেনে নিয়ে, সেগুলো উদ্ধার করবে,—যারা তার নির্দোষ ছেলেকে সাজা দেওয়ার জন্য দায়ী, ঈশ্বরের বজ্র সে তাদের মাথায়ও টেনে নিয়ে আস্‌বে।

গম্ভীর সিং প্রথমে তার কথার ওপর নির্ভর করতে চায়নি। কিন্তু পরে যখন সে শুনতে পেলো যে, এ হচ্ছে সেই বিখ্যাত দস্যু রঘুনাথ, তখন সে মুগ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ ভাবে তারই ওপর নির্ভর করে রইল।

দস্যু রঘুনাথ দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করে, দেওয়ান জগদীশকুমারের দু'একখানি চিঠি হস্তগত করে জানতে পারল যে, এই ব্যাপারে আরো দুটি লোক জড়িত,—একজন দিলীপ সিং বা প্রতাপ সিং, আর একজন তার সেক্রেটারী রণজিতপ্রসাদ। তারপর দিলীপ সিংকে চিঠি লিখে দিন ঠিক্ করে, নির্দ্দিষ্ট দিনে কেমন করে সে পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরত নিয়ে চম্পট দেয়, সে খবর আগেই প্রকাশ পেয়েছে।

ওদিকে জগদীশকুমারের আদেশে তার সহকর্ম্মীরা গম্ভীর সিংকে একদিন বন্দী করে ফেলল। কারণ, গম্ভীর সিং নাকি নানারকম দরখাস্ত ও টেলিগ্রাম করে অনেকদিন আগেই তাদের বিরাগভাজন হয়েছিল।

দস্যু রঘুনাথ সে খবর শুনে জগদীশকুমারের পিছু নিলে। ক্রমাগত তার পেছনে লেগে থেকে সে গম্ভীর সিংয়ের বন্দীশালা কোথায় জেনে নিলে। তারপর সে তার নিজের লোক সেই স্থানের আশেপাশে রেখে দিলে এই উপদেশ দিয়ে যে, এরা গম্ভীর সিংকে যদি খুন করতে উদ্যত হয়, অথবা তাকে যদি স্থানান্তরে পাঠাবার চেষ্টা করা হয়, তাহ'লে যেন তৎক্ষণাৎ তাকে জানানো হয়।

সহসা একদিন গম্ভীর সিংকে কানপুর থেকে কলকাতা আনা হ'ল। হাওড়া থেকে সোজা তাকে নিয়ে বরানগরের গুপ্তগৃহে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিন্তু দস্যু রঘুনাথের সতর্ক দৃষ্টি তারা কোন রকমেই এড়াতে পারল না।

রঘুনাথ লক্ষ্য করল, বাড়ীর সমুখ দিকে ও অন্য দু'দিকে নানা পোষাকে অনেক লোক অপেক্ষা করছে। তারা যে পুলিশের লোক, সে তা সহজেই বুঝে নিলে। কাজেই রঘুনাথ রইল তার বাড়ীর পেছনে দলবল নিয়ে। তারই সাবধানতায় দিলীপ সিং পালাতে যেয়েও পালাতে পারলে না, তারা সকলেই পুলিশের হাতে বন্দী হ'ল।

ধরা পড়েও দিলীপ সিংয়ের তেজ কমে নাই। সে বজ্রকণ্ঠে বলল, "ইন্‌স্পেক্টর চণ্ডীবাবু ও গোয়েন্দা সনৎ রায়! আপনারা সকলেই আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করতে বাধ্য। আপনাদের সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছে—এই সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু রঘুনাথ, সারা ভারতবর্ষে যে তার নৃশংস ডাকাতির জন্য বিখ্যাত, আর আমার কাছ থেকে যে সেদিন পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরত লুটে নিয়েছে। কাজেই, আইনতঃ আপনারা একেও গ্রেপ্তার করতে বাধ্য—আমি-এর নামে ডাকাতির অভিযোগ করছি।"

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল রঘুনাথ। সে বলল, "হাঁ, আমি লুটে নিয়েছি বটে, কিন্তু সে কার জহরত? এরা এনেছিল চুরি করে—আমি চোরের কাছ থেকে সেই জহরত কেড়ে নিয়েছি মাত্র; কিন্তু এই সেই জহরত-ভরা এটাচি-কেশ্।

যাঁর জিনিষ আপনারা তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন, এই হচ্ছে আমার অনুরোধ। আর আমার অভিযোগ হচ্ছে এই ঃ—

দেওয়ান জগদীশকুমার আর এই শয়তান দিলীপ সিং বা প্রতাপ সিং,—সেক্রেটারী রণজিতপ্রসাদের আত্মীয় জজ অযোধ্যাপ্রসাদের সহযোগে ষড়্‌যন্ত্র করে,—একটা নির্দ্দোষ ছেলে হামিরকে চুরির মিথ্যা অপরাধে জেলে পচিয়ে মারছে। আর তার বাপ্‌—ঐ গম্ভীর সিংকে আটকে রেখে কত ভাবে যে নির্য্যাতন করেছে, সেকথা সেই বলবে। এদের এসব কাজের সাজা হওয়া উচিত। আপনারা এদের বিচারের ব্যবস্থা করবেন, এই হচ্ছে আমার দাবী।"

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে একখানা মোটর গাড়ী থেকে নেমে এলেন রাজপুরের রাণী-সাহেবা!

তিনি এসেই কুমার রূপনারায়ণকে বুকে জড়িয়ে ধরে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অভিভূত স্বরে বললেন, "আর আমার অভিযোগ হচ্ছে কি জানেন? পলাতক কুমার রামনারায়ণ আমার দেওয়ানজি সেজে ছদ্মভাবে এতদিন আমার বহু অর্থ আত্মসাৎ করেছে; আমার লক্ষ টাকার জহরত ঐ নির্ব্বাসিত বিশ্বাসঘাতক প্রতাপ সিংয়ের হাতে তুলে দিয়েছে, তারপর সর্ব্বশেষে আমার এই একমাত্র পুত্র কুমার রূপনারায়ণকে কৌশলে বন্দী করে, তাকে হত্যার ষড়্‌যন্ত্র করেছিল। এদের উপযুক্ত বিচার যাতে হয়, আপনারা আমাকে সেরূপ পরামর্শ দিন ও সাহায্য করুন।"

রাণী-সাহেবার কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মত অভিভূত ভাবে সবাই শুনে গেল; ভাবের আবেশে কারো মুখ থেকে একটা কথা বেরুলো না।

রাণী-সাহেবা আবার মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, "দস্যু রঘুনাথ! তুমি হাতে পেয়েও আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরত ফিরিয়ে দিচ্ছ। এই কি তোমার দস্যুতা?"

"না রাণী-মা! এ আমার দস্যুতা নয়। এমন দস্যুতা আমি জীবনে কখনো করিনি। আমি যখন যেখানে গেছি, তার দু'পাশে কেবল রক্তের বন্যা বয়ে গেছে আর উঠেছে আর্ত্তনাদ! লোকে আমাকে রক্তলোলুপ 'ব্লাড্ হাউণ্ড' মনে করে শিউরে উঠেছে! কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, আমার চেয়ে বড় দস্যু আর বড় 'ব্লাড্ হাউণ্ড' পৃথিবীতে এখনো বেঁচে আছে। পাঁচ-পাঁচটা নিরস্ত্র অসহায় মানুষের ঘাড় ভেঙে রক্তপান করবার আনন্দে যারা ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব-কিছু ভুলে যেতে পারে, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ব্যবহারে তারা আমাকেও হারিয়ে দিয়েছে! এই ক্ষমতা-গর্ব্বী দস্যু রঘুনাথের কাছে তা হ'ল অসহ্য। আর অসহ্য বলেই আমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বী পিশাচদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করে, গোপনে আপনার কাছে খবর পাঠিয়ে দিলুম, আর ফিরিয়ে দিয়ে গেলুম আপনার সর্ব্বস্ব।" বলেই দস্যু রঘুনাথ টিপ্ করে তাঁর পায়ে একটা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

তারপর—মুহূর্ত্ত-মধ্যে সবই শূন্য! দস্যু রঘুনাথ তার দলবল নিয়ে ট্যাক্সি চেপে কখন্ অন্তর্হিত হয়ে গেছে!

—শেষ—